ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

দিশার জীবনে নতুন প্রেম
পৃঃ ৫

ভারত সফরে
অনিশ্চিত প্যাট কামিন্স
পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২২১ ● কলকাতা ● ২৫ শ্রাবণ, ১৪৩০ ● শুক্রবার ● ১১ আগস্ট, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

জন্মভিটেতে 'ঢিল' পড়তেই

পুলিশকে আঙুল উঁচিয়ে তুই-তুকারি নওশাদ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে থেকেই ভাঙড়ের যে পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, তা ক্রমশ ভয়াবহ হয়েছে নির্বাচন পরবর্তী পর্যায় পর্যন্ত। বোমাবাজি হয়েছে, গুলি চলেছে, একাধিক 'লাশ' পড়েছে, রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে একাধিক। এমনকি নিজের এলাকাতেও ঢুকতে গিয়ে পুলিশি বাধার মুখে পড়তে হয়েছে তাঁকে। ফুরফুরায় দফায় দফায় পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ চলছে এখনও (বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টে)। কাঁদানে গ্যাসের সেল ছোড়া হচ্ছে। এই প্রতিবেদনটি যখন প্রকাশিত হচ্ছে, নওশাদ তখনও রাস্তায় বসে রয়েছেন। শ্রীরামপুর জাঙ্গিপাড়ায় চলছে পথ অবরোধ। রাজনৈতিক জন্মভূমিতে শত উত্তেজনাতেও যে নওশাদ সৌজন্য ও পরিণতি বোধে অটল থেকেছেন, জন্মভিটেতে আক্রমণের সম্মুখীন হয়ে সেই নওশাদই সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করলেন। এখন দেখার এদিনের আচরণ নেহাতই ব্যতিক্রম হয়ে থাকবে নাকি দক্ষ ক্রিকেটারের মতো স্টান্স বদলাবেন নওশাদ সিদ্দিকি। এবার থেকে কি তাহলে

এরপর ৩ পাতায়

অধীরকে ঘুঁটি বানিয়ে

মোদী আক্রমণ করলেন বিরোধী জোটকে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : খোঁচা দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার একই প্রসঙ্গ তুলে লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীর চৌধুরীকে কটাক্ষ করলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর পরেই বৃহস্পতিবার কংগ্রেস সূত্রে জানা যায়, দলের শেষ বক্তা হিসাবে অনাস্থা-বিতর্কে অংশ নেবেন অধীর। প্রথমে বক্তাদের তালিকায় তাঁর নাম না থাকলেও বিতর্ক শুরুর ঠিক আগে কংগ্রেসের তরফে 'শেষ বক্তা' হিসাবে তাঁর নাম জমা পড়ে লোকসভার স্পিকারের কাছে। তবে বক্তৃতা করলেও 'বিড়ম্বনা' থেকে রেহাই পেলেন না অধীর। এক দিকে মূলত তাঁকে সামনে রেখেই বিরোধী জোটের মধ্যে 'ফাটল' ধরানোর চেষ্টা করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। অন্য দিকে, অধীরকে তাঁর দল কংগ্রেস থেকে 'বিচ্ছিন্ন' করারও চেষ্টা করলেন। রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করেন, সাধারণ ভাবে অধীরের সঙ্গে মোদীর সম্পর্ক ভাল। কিন্তু সংখ্যালঘু ভোটার অধ্যুষিত জেলা মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের সাংসদ অধীরের পক্ষে তা রাজনৈতিক দিক দিয়ে 'সুবিধাজনক' নয়। ফলে মোদী-শাহ যে ভাবে অধীরের সঙ্গে কংগ্রেসের 'দূরত্ব' রচনার চেষ্টা করেছেন, সেটিও প্রদেশ সভাপতির পক্ষে 'বিড়ম্বনাজনক' হতে পারে বলে অনেকে মনে করছেন।বৃহত্তম বিরোধী দলের নেতার (অধীর) নাম প্রথমে বক্তাদের তালিকাতেও ছিল না!" তার পরেই কংগ্রেস সাংসদদের লক্ষ্য করে মোদী বলেন, "আপনাদের দুর্বলতা কোথায়? কেন অধীরবাবুকে কোণঠাসা করছেন? জানি না, কলকাতা খোঁচা দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার একই প্রসঙ্গ তুলে লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীর চৌধুরীকে কটাক্ষ করলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর পরেই বৃহস্পতিবার কংগ্রেস সূত্রে জানা যায়, দলের শেষ বক্তা হিসাবে অনাস্থা-বিতর্কে অংশ নেবেন অধীর। প্রথমে বক্তাদের তালিকায় তাঁর নাম না থাকলেও বিতর্ক শুরুর ঠিক

এরপর ৩ পাতায়

কাগজে-কলমে তদন্ত করবেন না,

সঠিক তদন্ত করুন', 'ভুয়ো' শিক্ষক মামলায় ভৎর্সনা সিআইডিকে

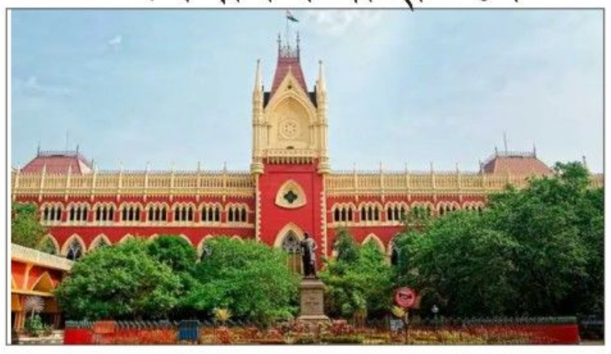

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মুর্শিদাবাদের স্কুলে 'ভুয়ো' নথি দিয়ে চাকরি পাওয়ার অভিযোগের তদন্তে ফের একবার সিআইডিকে ভতর্সনা করলেন বিচারপতি বিশ্বজিত বসু । এই ঘটনার তদন্তে সিআইডির ভূমিকা নিয়ে আগেও প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার এই মামলার তদন্তে সিআইডিকে তুলোধনা করলেন বিচারপতি।যা দেখে রেগে যান বিচারপতি । তিনি বলেন, তদন্তকারী দলের সদস্যদের নাম সম্পর্কে আদালত অন্ধকারে। আমি প্রত্যেক অফিসারের নাম ও পদের নাম জানতে চাই। আমি সাত দিন সময় দিলাম। এই সাতদিনের মধ্যে আপনাদের থেকে পজিটিভ কিছু আশা করছে আদালত। কাজ না করলে ফল ভুগতে হবে।'

হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্তে নেমে সিআইডি ৩৬ জন শিক্ষকের নাম পায়। অভিযোগ, যাঁদের মধ্যে ১৮ জন শিক্ষক ভুয়ো নথি ব্যবহার করে চাকরি পেয়েছেন। এমনকী মেধা তালিকা পাল্টানো হয়েছে বলেও অভিযোগ ওঠে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ১৭ অগস্ট। সেদিন রাজ্যকে হলফনামা দিতে বলেছেন বিচারপতি। বলেন, 'শুধু কাগজে-কলমে

এরপর ৩ পাতায়

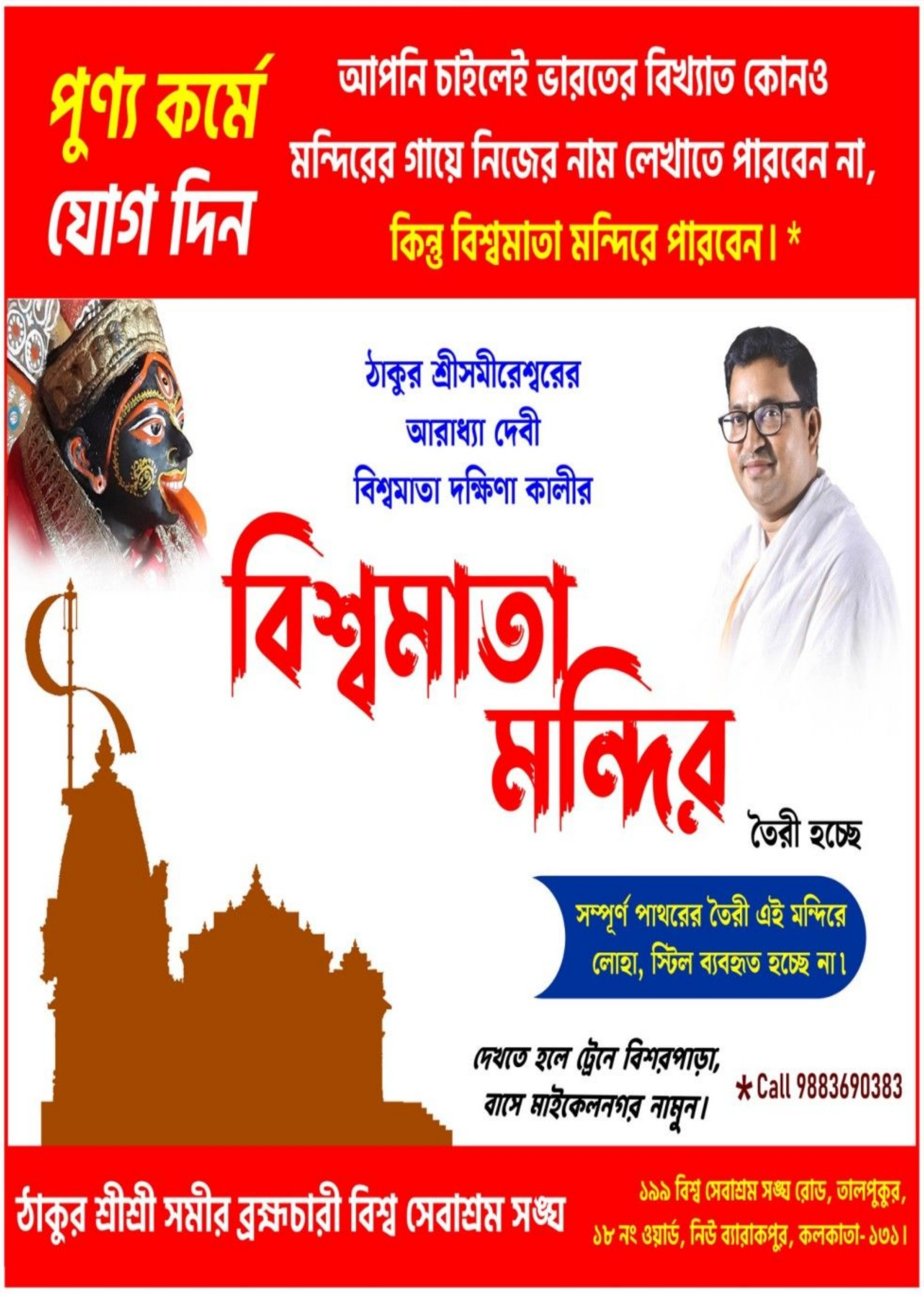

পুণ্য কর্মে যোগ দিন

আপনি চাইলেই ভারতের বিখ্যাত কোনও মন্দিরের গায়ে নিজের নাম লেখাতে পারবেন না,
কিন্তু বিশ্বমাতা মন্দিরে পারবেন। *

ঠাকুর শ্রীসমীরেশ্বরের
আরাধ্যা দেবী
বিশ্বমাতা দক্ষিণা কালীর

বিশ্বমাতা মন্দির তৈরী হচ্ছে

সম্পূর্ণ পাথরের তৈরী এই মন্দিরে লোহা, স্টিল ব্যবহৃত হচ্ছে না।

দেখতে হলে ট্রেনে বিশরপাড়া, বাসে মাইকেলনগর নামুন।

*Call 9883690383

ঠাকুর শ্রীশ্রী সমীর ব্রহ্মচারী বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ

১৯৯ বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ রোড, তালপুকুর,
১৮ নং ওয়ার্ড, নিউ ব্যারাকপুর, কলকাতা- ১৩১।

সারাদিন

কবিতা সংকলন

শ্রমিতা

সম্পাদক: মৃত্যুঞ্জয় সরদার

লেখা পাঠানোর পদ্ধতিঃ-

১. স্রষ্টার লেখা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের মধ্যেই নির্বাচিত হবে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩ দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. লেখা হোয়াটসঅ্যাপ টাইপ অথবা ডকুমেন্ট করে পাঠাতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানাঃ-

6295314053

লেখা পাঠানোর সময় সীমাঃ-

২রা সেপ্টেম্বর, ২০২৩

আমাদের বৈশিষ্ট্যঃ-

১. Govt. Registered
২. ISBN allocated
৩. Online/Ofline selling

*[বি: দ্রঃ– বই প্রকাশ অনষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্য, অভিনয়, সঙ্গীত ও নৃত্য জগতের দিকপালেরা, এছাড়াও সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।]
**[বিঃ দ্রঃ– আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপারগ তাই একটি কপি বই প্রিবুক করার অনুরোধ জানাই।]

কোভিডের নয়া প্রজাতির হানা,
কড়া নজরদারি হু'য়ের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ফের চোখ রাঙাচ্ছে করোনা ! নতুন এক স্ট্রেনের জেরে ফের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফে জানা গিয়েছে, দ্রুত সংক্রমণ বৃদ্ধিকারী ওমিক্রনেরই নতুন ভ্যারিয়েন্ট সেটি। ইজি.৫.১ নামের এই ভাইরাসকে ডাকা হচ্ছে এরিস নামে। আপাতত ব্রিটেনে তার প্রভাব শুরু করেছে সেটি। কোভিড নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভীতি আগের তুলনায় অনেকটাই কমেছে। এখন রাস্তাঘাটে আর সেভাবে কোভিড প্রটোকল মানার প্রবণতা নেই। কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার সংখয়া ক্রমশ কমেছে। তার সঙ্গেই কোভিড নিয়ে উদ্বেগও কমেছে ক্রমশ। তবে এবার হুয়ের নতুন নির্দেশিকা অনুসারে নতুন করে উদ্বেগ ছড়িয়েছে সাধারণ মানুষের মধেয়। তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল টেড্রস আদহানম ঘেবরেসাস জানিয়েছেন, এটা আরও ভয়াবহ প্রজাতি। এর ঝুঁকি আরও বেশি। এর জেরে রোগের প্রকোপ আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। এতে মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে পারে।আর এতেই 'সিঁদুরে মেঘ' দেখছেন অনেকেই।

বুধবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কোভিড-সম্পর্কিত ব্যাপারে একটা নতুন রিপর্ট পেশ করেছে। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে, সব দেশ যাতে কোভিড-সম্পর্কিত তথ্য দ্রুত জমা দেয়। ওই তথ্যের ওপর যাতে তারা নজরদারি করা যেতে পারে। মূলত এই কোভিডের ক্ষেত্রে মৃত্যুহার কেমন সেটাও দেখার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি ভ্যাকসিন-সংক্রান্ত ব্যাপারেও কোথাও কোনো ঘাটতি রয়েছে কিনা সেটা দেখতে বলা হয়েছে।

পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনেও বোমা-গুলি,
তৃণমূল এবং বিজেপির সংঘর্ষে রণক্ষেত্র নদিয়ার দত্তফুলিয়া

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র নদিয়ার দত্তফুলিয়া। সেখানে সংঘর্ষে জড়াল বিজেপি ও তৃণমূল। দুই পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে গুলি চালানোর অভিযোগ তুলেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এ ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপির নদিয়া দক্ষিণের জেলা সভাপতি পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায় বলেন, "ছাপ্পা ভোটে জয়লাভের পর যে কটা বুথ বিরোধীরা আগলে রেখেছিল, ভয় দেখিয়ে ওই জয়ী সদস্যদের মতামত প্রভাবিত করা হচ্ছে। বন্দুক, গুলি ব্যবহার করে পঞ্চায়েতের বোর্ড দখলের চেষ্টা করছে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা।" অভিযোগ অস্বীকার করে রানাঘাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "তৃণমূল বোর্ড দখলের পর বিজেপি ইচ্ছাকৃত ভাবে গন্ডগোল বাধায়।"দত্তফুলিয়া পঞ্চায়েতে মোট আসন সংখ্যা ৩০। সেখানে বিজেপি এবং তৃণমূল দুই দলই ১৪টি করে আসন পেয়েছে।বাকি দু'টি আসনে জেতে সিপিএম। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের সময় প্রধান এবং উপপ্রধান নির্বাচনে বিজেপি ও তৃণমূল দুই দলের প্রস্তাবিত সদস্যেরাই ১৫টি করে ভোট পান। পঞ্চায়েত কাদের দখলে থাকবে, তা নিয়ে জট তৈরি হতেই গোলমাল বাধে দুই দলের মধ্যে। কিছু ক্ষণের মধ্যেই সেই বচসা থেকে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে দত্তপুলিয়া পঞ্চায়েত অফিসের চত্বর।

স্থানীয় সূত্রে খবর, পঞ্চায়েত অফিসের পিছনে গুলি, বোমা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূলের লোকেরাই গুলি চালিয়েছেন। পাল্টা শাসক শিবিরের দাবি, বিজেপি সমর্থকেরাই প্রথমে তাদের উপর হামলা চালিয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী আসে।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার
সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা
সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে
যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

অ্যালুমিনিয়াম রেল ওয়াগন এবং কোচ তৈরির জন্য হিন্ডালকো,
টেক্সম্যাকো একটি কৌশলগত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে

हिन्दुस्तान चेम्बर ऑफ कॉमर्स
मुंबई
Estd.1897
Hindustan Chamber of Commerce
2B Textil
Fair

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : হিন্দালকো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, বিশ্বের বৃহত্তম অ্যালুমিনিয়াম রোলিং এবং রিসাইক্লিং কোম্পানি, এবং টেক্সম্যাকো রেল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড. একটি বিশেষ ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থা বিশ্ব-মানের অ্যালুমিনিয়াম রেল ওয়াগন এবং কোচ তৈরি করার জন্য এক কৌশলগত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে যা ভারতীয় রেলকে তার নির্গমন লক্ষ্য অর্জনে এবং পরিচালন দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করবে□

মালবাহী বাজারের ৪৫% শেয়ার অর্জনের লক্ষ্যের সঙ্গে ভারতীয় রেলওয়ে রোলিং স্টক বৃদ্ধির মাধ্যমে মালবাহী ক্ষমতা দ্বিগুণ করে ২০২৭ সালের মধ্যে ৩,০০০ মিলিয়ন টন করার লক্ষ্য নিয়ে "মিশন ৩০০০ এমটি" চালু করেছে। এই গৌরবময় লক্ষ্য পূরণের জন্য, রেলওয়ে সক্রিয়ভাবে ওয়াগনের নকশা উন্নত করতে চাইছে, এবং রেলের সম্পদের সামগ্রিক ক্ষমতা এবং জীবন বৃদ্ধির জন্য ওয়াগন নির্মাতাদের কাছে তাদের নিজস্ব ডিজাইনে অবদান রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। রেলওয়েতে এই উন্নয়নগুলি উপলব্ধি করে, হিন্ডালকো এবং টেক্সম্যাকো হাত মিলিয়েছে সুযোগগুলিকে অন্বেষণ করার জন্য, যেখানে হিন্ডালকো নির্মান এবং ওয়েল্ডিং দক্ষতার সঙ্গে তার অনন্য অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয়গুলির নকশা, শীট এবং প্লেট সরবরাহ করবে। গত বছর লঞ্চ করা কোম্পানীর ইন-হাউস অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেট রেক ১৮০ টন হাল্কা এবং টারে ওজন অনুপাত অনুসারে ১৯% -এর বেশি পে-লোড প্রদান করে, অপেক্ষাকৃত নুন্যতম ক্ষয়ের সঙ্গে কম শক্তি খরচ করে। টেক্সম্যাকো, ৮০ বছর ধরে মালবাহী গাড়ি তৈরিতে বিশেষজ্ঞ হওয়ায়, প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা দেবে এবং ডিজাইন, কারখানা স্থাপন, উতপাদন প্রক্রিয়া এবং দক্ষ শ্রমিক প্রদানের জন্য দায়ী থাকবে।

অংশীদারিত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে, হিন্দালকো ইন্ডাস্ট্রিজের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী সতীশ পাই বলেছেন, "ভারতের প্রথম অ্যালুমিনিয়াম রেক চালু করার সঙ্গে, আমরা উচ্চতর পেলোড এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড হ্রাসের সুবিধাগুলির গুরুত্ব প্রদর্শন করেছি যা অ্যালুমিনিয়াম রেকগুলি প্রদান করবে□ এই অংশীদারিত্ব মালবাহী শিল্পের সঙ্গে যাত্রীর গতিশীলতার জন্য মূল্য প্রস্তাব বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকাকে আরও শক্তিশালী করবে, যা রেলওয়েকে তার নেট জিরো লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে।"

টেক্সম্যাকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের উপ সভাপতি শ্রী ইন্দ্রিজিত মুখার্জি বলেছেন, " এই মূল্যবান অংশীদারিত্ব উদ্ভাবনী এবং স্থিতিশীল পণ্য তৈরিতে বহু দূর পর্যন্ত অগ্রসর হবে যাতে শিল্পের কার্বন ফুটপ্রিন্ট কম করতে এবং ইতিবাচক পরিবেশগত প্রভাব তৈরি করার দিকে আমাদের প্রতিশ্রুতিকে আরও শক্তিশালী করবে"। এই গুরুত্বপূর্ণ লাভের ফলে হিন্ডাল্কো এবং টেক্সম্যাকো-কে আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্নের পূরণে এবং রেলওয়েকে সাহায্য করতে পুরো দমে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করেছে, যা অত্যাধুনিক কোচ এবং মেট্রো রেল নেটওয়ার্কের দ্রুত সম্প্রসারএর পাশাপাশি আধুনিক সুবিধা যুক্ত ঝা চকচকে নতুন স্টেশনের নির্মাণের মতো মৌলিক পরিকাঠামো উভয় ক্ষেত্রেই উন্নয়নের প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত স্তরে রয়েছে। টেক্সম্যাকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী সুদীপ্ত মুখার্জি আরও বলেন, "এই অংশীদারিত্ব কম কার্বন ফুটপ্রিন্ট সহ দক্ষ রোলিং স্টক প্রবর্তনে ভারতীয় রেলওয়েকে সহায়তা করার জন্য অসাধারণ সম্ভাবনা রাখে।"

একটি দেশীয় নির্মাণ ব্যবস্থা যা উচ্চ মানের অ্যালুমিনিয়াম ওয়াগন, কোচ, বড় কন্টেইনার এবং উপাদানগুলি তৈরি করতে পারে যা কেন্দ্রীয় সরকারের ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডরের দ্রুত বিকাশে সহায়তা করবে এর লক্ষ্য হল দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং মালবাহী শুল্ক কম করা।

কোটি কোটি টাকা আত্মসাত এর অভিযোগ, গ্রেফতার দম্পতি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : লোভ দেখিয়ে প্রতারণার ফাঁদ তৈরি করতেন স্বামী স্ত্রী। এভাবেই কোটি কোটি টাকা আত্মসাত করতেন দম্পতি। এমনটাই অভিযোগ উঠেছে ব্যবসায়ী সুদীপ্ত বল ও তার স্ত্রী মিঠু নাগ বলের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত দম্পতি উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমারর জামরুল তলা এলাকার বাসিন্দা। ২০ জন প্রতারিত ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে।আইনজীবী অরিন্দম গোলদার বলেছেন, ব্যবসায়ী সুদীপ্ত বল বসিরহাটে একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাত করেছেন। কিভাবে ফেরত দেবেন তার নমুনা পাওয়া যায়নি। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পাঁচ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে।তাঁদের এদিন বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়। ধৃতকে পুলিশে হেফাজতের নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে বসিরহাট থানার পুলিশ।অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই দম্পতির বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই গ্রেফতার ওই দম্পতি। জানা গিয়েছে, ফ্ল্যাট সহ নানান সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বহু ব্যক্তির থেকে দীর্ঘদিন কোটি কোটি টাকা আত্মসাত করছিলেন তাঁরা। শেষ অবধি তাঁদের আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিলনা। প্রতারিত ২০ জন বসিরহাট থানায় পাঁচ কোটি টাকার তসরূপ ও আত্মসাতের লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। কলকাতার খান্না এলাকার একটি ফ্ল্যাটে ওই দম্পতি আত্মগোপন করেছিলেন। শেষ অবধি পুলিশের জালে ধরা পড়েন অভিযুক্তেরা।

খাঁড়বান্ধি গ্রাম পঞ্চায়েত হাতছাড়া তৃণমূলের!
দখল নিল কুড়মি সমাজ

অরূপ ঘোষ,ঝাড়গ্রাম : নিউজ সারাদিন : বৃহস্পতিবার কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ঝাড়গ্রাম জেলার আটটি ব্লকের ৭৯ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৪৭ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন হয়। যার মধ্যে ঝাড়গ্রাম ব্লকের সাত টি ,জামবনি ব্লকের ছয়টি, গোপীবল্লভপুর এক ব্লকের সাত টি ,গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের পাঁচটি, সাঁকরাইল ব্লকের ছয়টি, বিনপুর ১ ব্লকের ছয়টি, বিনপুর ২ ব্লকের চারটি, নয়াগ্রাম ব্লকের ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপ প্রধান নির্বাচন বৃহস্পতিবার সম্পন্ন হয়। বাকি ৩২ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে। তবে বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটলেও কয়েকটি জায়গায় মিরাক্কেল ঘটনা ঘটেছে । ঝাড়গ্রাম ব্লকের সাপধরা গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসন ছিল দশটি, তার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছিল পাঁচটি ও কুড়মি সমাজ সমর্থিত নির্দল প্রার্থীরা পেয়েছিল পাঁচটি। প্রধান নির্বাচনে ট্রসের মাধ্যমে কুড়মি সমাজের নন্দিতা মাহাতো প্রধান নির্বাচিত হয় এবং ট্রসের মাধ্যমে অসীম মাহাতো উপপ্রধান নির্বাচিত হন। যার ফলে ওই গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূল কংগ্রেসের হাত ছাড়া হয়। এছাড়াও কুড়মি সমাজ সমর্থিত নির্দল প্রার্থীদের সমর্থনে ঝাড়গ্রাম ব্লকের গড় শালবনি গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড দখল করে বিজেপি ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট দশটি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস চারটিতে ,নির্দল প্রার্থীরা চারটিতে এবং বিজেপি দুটি আসনে জয়লাভ করে। নির্দল প্রার্থীরা বিজেপিকে সমর্থন করায় বিজেপি গড় শালবনি গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করে। অপরদিকে গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের খাঁড়বান্ধি গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপির সমর্থনে বোর্ড গঠন করে কুড়মি সমাজ সমর্থিত নির্দল প্রার্থীরা। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ১২ টি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস পাঁচটি, বিজেপি চারটিতে ও কুড়মি সমাজ সমর্থিত নির্দল প্রার্থীরা তিনটিতে জয় লাভ করে। প্রধান নির্বাচনে বিজেপি কুড়মি সমাজ সমর্থিত নির্দল প্রার্থীকে সমর্থন করে এবং উপপ্রধান নির্বাচনে বিজেপিকে সমর্থন করে নির্দল প্রার্থীরা, যার ফলে কুড়মি সমাজ সমর্থিত নির্দল ও বিজেপি প্রার্থীরা মিলে বোর্ড গঠন করে। সেই জন্য ওই গ্রাম পঞ্চায়েত টি তৃণমূল কংগ্রেসের হাতছাড়া হয়। পঞ্চায়েত প্রধান নির্বাচিত হন কুড়মি সমাজ সমর্থিত নির্দল প্রার্থী সীতা সরেন ও উপপ্রধান নির্বাচিত হন বিজেপি প্রার্থী রেখা নায়েক। তাঁদের বক্তব্য এলাকার মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্যা গুলির সমাধান করবেন। রাস্তাঘাট নির্মাণের পাশাপাশি এলাকার মানুষের পানীয় জলের সমস্যার সমাধান করবেন। উল্লেখ করা যায় যে সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ঝাড়গ্রাম জেলার ৭৯ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৬৩ টি গ্রাম পঞ্চায়েতে এককভাবে বোর্ড গঠন করবে তৃণমূল কংগ্রেস, বাকি বারটি ত্রিশঙ্কু ও দুটি ট্রাই রয়েছে,দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত একক ভাবে গঠন করবে কুড়মি সমাজ সমর্থিত নির্দল প্রার্থীরা। তবে বৃহস্পতিবার ৪৭ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনে কোথাও কোন অপ্রিতিকার ঘটনা ঘটেনি, শান্তিপূর্ণভাবে ওই গ্রাম পঞ্চায়েত গুলির বোর্ড গঠন হয়েছে। শুক্রবার ৩২ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন হবে।

পাহাড়ে লুকিয়ে ছিল নুহ হিংসার অভিযুক্ত!
খবর পেয়েই এনকাউন্টার করে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এল পুলিস

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : নুহ হিংসায় ঘটনায় জড়িত অভিযুক্ত মুনফেদ ও তার এক সঙ্গীকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। বিগত কয়েকদিন ধরেই দুজনের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছিল পুলিস। অবশেষে অভিযুক্ত মুনফেদ ও শাইকুল দুজনকেই গ্রেফতার করে। পুলিস অভিযুক্তদের কাছ থেকে একটি অবৈধ দেশীয় কট্টা, একটি ট্যাম্প এবং একটি মোটর সাইকেলও উদ্ধার করেছে।খবর পেয়ে পুলিস অভিযুক্তদের আস্তানায় পৌঁছলে তারা গুলি চালাতে থাকে। এর জবাবে পুলিস গুলি চালায়। এ সময় অভিযুক্ত মুনফেদের দলের একজনের ডান পায়ে গুলি লাগে। শাকিউলকে পুলিস পাকড়াও করে। আহতদের নুহের সরকারি মেডিকেল কলেজ, নলহারে ভর্তি করা হয়েছে।

নুহ পুলিস সূত্রে খবর, দেশীয় বন্দুক, একটি জীবন্ত ট্যাম্প এবং একটি মটোরবাইক উদ্ধার করেছে পুলিস। অপরদিকে, নলহার মেডিকেল কলেজে পুলিস বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

সিআইএ তাওড়ু এসএইচও সন্দীপ মোর এবং সদর তাওড়ু থানার ইনচার্জ হুকুম সিংও এনকাউন্টারের খবর পেয়ে আহতদের দেখতে হাসপাতালে পৌঁছন। সাব-ইন্সপেক্টর সতীশ কুমারের নেতৃত্বে আহত মুনফেদের নিরাপত্তায় একাধিক সশস্ত্র সৈন্যের মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়া জানা যাচ্ছে আরও অনেকের তথ্য রয়েছে পুলিসের কাছে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পুলিস তদন্ত করছে বলে খবর।তাওড়ুর সিলখো গ্রামের পাহাড়ের কাছে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতরাতে নুহতে হিংসার আসামিদের আস্তানায় অভিযান চালাতে আসা তাওদু সিআইএ দল ও আসামিদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। পুলিসের এই অভিযানে একজন অভিযুক্তের পায়ে গুলি লাগে। তাকে আহত অবস্থায় মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। তাতপর্যপূর্ণভাবে, গত ৩১ জুলাই মিছিলে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনায় নুহের শিয়ালখো পাহাড়ে দুই আসামি আত্মগোপনে থাকার খবর পায় তাওদু সিআইএ।

১-ম পাতার পর

জন্মভিটেতে 'ঢিল' পড়তেই পুলিশকে আঙুল উঁচিয়ে তুই-তুকারি নওশাদ

মারমুখী ভাইজান?তবু রাস্তায় ঠায় বসে থেকে অপেক্ষা করেছেন, মোবাইল ঘেঁটেছেন। মোটের উপর গান্ধীগিরিই করে গেছেন। একাধিক অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতেও তাঁকে দেখা গিয়েছে ঠান্ডা মাথায়। কিন্তু সেই নওশাদ সিদ্দিকিকেই বৃহস্পতিবার দেখা গেল এক্কেবারে অন্য মেজাজে। তিনি রাগলেন, বলা ভালো মেজাজ হারালেন, পুলিশ কর্তার সঙ্গে কথা বলার সময়ে হারিয়ে ফেললেন সৌজন্যও। আঙুল উঁচিয়ে, গলার শিরা ফুলিয়ে চিতকার করলেন মৃদুভাষী, শান্ত স্বভাবের একমাত্র আইএসএফ বিধায়ক, যাঁকে এর আগে এইভাবে দেখেনি বাংলার বাংলার সাধারণ মানুষ।বৃহস্পতিবার ছিল হুগলির জাঙ্গিপাড়ায় ফুরফুরা পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন। সকাল থেকেই বোর্ড গঠন ঘিরে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে। এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজি হয়, পুলিশকে লক্ষ্য করে হয় ইটবৃষ্টিও চলে। এরই মধ্যে নওশাদের বাড়ি লক্ষ্য করে ইট ছোড়ার অভিযোগ ওঠে। এক পুলিশকর্মীকে ইট ছুড়তে দেখা যায় বলে অভিযোগ। সেই ভিডিয়ো বিধায়কের কাছে এসে পৌঁছয়। তাতেই ক্ষেপে ওঠেন বিধায়ক। যদিও সেই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করা হয়নি।

এরপরই এলাকায় পরিস্থিতি সামলা দিতে যে বাহিনী ছিল, তাদের দিকে কার্যত একাই এগিয়ে আসেন বিধায়ক। পুলিশকর্মীদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে বেশ মেজাজ হারান।পুলিশকে বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি আঙুল উঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করতে থাকেন, 'কে আছেন?' এক পুলিশ কর্মীর উদ্দেশে বলেন, 'তুমি কোন পদে রয়েছ? আমার বাড়িতে ঢিল ছোড়া হয়েছে কেন? এই সময় নওশাদ দৃশ্যতই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। এরপরও তিনি মেজাজ হারিয়েছেন। তাঁর চোয়াল শক্ত, গলার শিরা ফুলে উঠেছে। নওশাদকে বলতে শোনা যায়, 'বাঁদরামি ছুটিয়ে দেব'... সেসময় অন্য এক পুলিশ কর্মী নওশাদকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। নওশাদ তাঁর দিকে ঘুরে আঙুল উঁচিয়ে বলেন, "জাস্ট শাট আপ ... আপনার থেকে সিনিয়র অফিসারের সঙ্গে কথা বলছি..."

সিনিয়র অফিসার বলেন, "আপনি একজন সিনিয়র অফিসারের সঙ্গে এইভাবে কথা বলছেন?" নওশাদ বলেন, "আপনি জানেন কার বাড়িতে ঢিল ছোড়া হয়েছে?" নওশাদ আঙুল উঁচিয়েই বলতে থাকেন, "আপনার বাড়ির কাচ ভেঙেছে? আপনার বাড়িতে কেউ ঢিল ছুড়েছে?"অথচ মৃদুভাষী নওশাদ যখন গ্রেফতার হয়েছিলেন, তখনও তিনি ছিলেন শান্ত। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরও সে অর্থে শাসক, প্রশাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিরোধিতার বাইরে চড়া সুরে মুখ খোলেননি। কোনও সময়েই রাজনৈতিক সৌজন্য হারাতে তাঁকে দেখা যায়নি। তবে এদিন ফুরফুরা শরিফে তাঁকে যেভাবে দেখা গেল, তা সত্যিই তাঁর 'স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমা' নয়, বলছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

১-ম পাতার পর

কাগজে-কলমে তদন্ত করবেন না, সঠিক তদন্ত করুন', ভুয়ো' শিক্ষক মামলায় ভতর্সনা সিআইডিকে

তদন্ত করবেন না। সঠিক তদন্ত করুন।'

মুর্শিদাবাদের গোথা এয়ার স্কুলে চাকরি পেয়েছিলেন অনিমেষ তিওয়ারি। অভিযোগ ছিল, সুপারিশপত্র মেমো নকল করে চাকরি পেয়েছিলেন তিনি। অনিমেষের বাবা আবার ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। বাবাই ছেলেকে 'ভুয়ো' নথি করিয়ে চাকরি পাইয়ে দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। সেই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি উঠলেও বিচারপতি বসু সিআইডিকে তদন্তের দায়িত্ব দেন।

ডিআইজি সিআইডির নেতৃত্বে ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। কিন্তু তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে অসন্তুষ্ট বিচারপতি বসু। এদিন এজলাসে সিআইডির উদ্দেশে তিনি বলেন, 'তদন্তের জন্য আপনাদের যথেষ্ট সময় দিয়েছি। আপনারা কি আমার সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণিত করতে চাইছেন?'ডিআইজি সিআইডির নেতৃত্বে ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। কিন্তু তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে অসন্তুষ্ট বিচারপতি বসু। এদিন এজলাসে সিআইডির উদ্দেশে তিনি বলেন, 'তদন্তের জন্য আপনাদের যথেষ্ট সময় দিয়েছি। আপনারা কি আমার সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণিত করতে চাইছেন?'

এরপরই বিচারপতি আরও বলেন, 'নিয়োগে এমন বেআইনি ঘটনা ঘটছে, তা কি রাজ্য জানে না? রাজ্য কি কাউকে আড়াল করতে চাইছে?' বুধবারই বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে বৃহস্পতিবার ডিআইজি সিআইডি সহ তদন্তকারী দলের সদস্যদের আদালতে উপস্থিত হতে বলেন। কিন্তু এদিন আদালতে হাজির ছিলেন না ডিআইজি সিআইডি। তদন্তকারী দলের সাত জনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চারজন।

১-ম পাতার পর

অধীরকে ঘুঁটি বানিয়ে মোদী আক্রমণ করলেন বিরোধী জোটকে

আগে কংগ্রেসের তরফে 'শেষ বক্তা' হিসাবে তাঁর নাম জমা পড়ে লোকসভার স্পিকারের কাছে। তবে বক্তৃতা করলেও 'বিড়ম্বনা' থেকে রেহাই পেলেন না অধীর। এক দিকে মূলত তাঁকে সামনে রেখেই বিরোধী জোটের মধ্যে 'ফাটল' ধরানোর চেষ্টা করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। অন্য দিকে, অধীরকে তাঁর দল কংগ্রেস থেকে 'বিচ্ছিন্ন' করারও চেষ্টা করলেন। রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করেন, সাধারণ ভাবে অধীরের সঙ্গে মোদীর সম্পর্ক ভাল। কিন্তু সংখ্যালঘু ভোটার অধ্যুষিত জেলা মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের সাংসদ অধীরের পক্ষে তা রাজনৈতিক দিক দিয়ে 'সুবিধাজনক' নয়। ফলে মোদী-শাহ যে ভাবে অধীরের সঙ্গে কংগ্রেসের 'দূরত্ব' রচনার চেষ্টা করেছেন, সেটিও প্রদেশ সভাপতির পক্ষে 'বিড়ম্বনাজনক' হতে পারে বলে অনেকে মনে করছেন।বৃহত্তম বিরোধী দলের নেতার (অধীর) নাম প্রথমে বক্তাদের তালিকাতেও ছিল না!" তার পরেই কংগ্রেস সাংসদদের লক্ষ্য করে মোদী বলেন, "আপনাদের দুর্বলতা কোথায়? কেন অধীরবাবুকে কোণঠাসা করছেন? জানি না, কলকাতা থেকে কোনও ফোন এসেছে কি না!'' অর্থাত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁর সঙ্গে অধীরের দ্বন্দ্ব দীর্ঘ দিনের এবং সুবিদিত, তিনি কংগ্রেস কে কোনও ফোন এসেছে কি না!" অর্থাত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁর সঙ্গে অধীরের দ্বন্দ্ব দীর্ঘ দিনের এবং সুবিদিত, তিনি কংগ্রেস নেতৃত্বকে অধীরকে বক্তা তালিকায় না-রাখার কথা বলেছেন কি না।

সেই সময় অধীর-সহ কংগ্রেস সাংসদেরা সমস্বরে মোদীর কথার প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। কিন্তু তাতে না থেমে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "শুধু এ বার নয়। বার বার অধীরবাবুকে অপমান করেন কংগ্রেস নেতৃত্ব! কখনও নির্বাচনের অছিলায় তাঁকে পদ থেকেও সরিয়ে দেওয়া হয়।" এর পরেই মোদী ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে কংগ্রেস সাংসদ রভনীত সিংহ বিট্টুর নামটি উচ্চারণ করে মৃদু হাসেন। আর বলেন, "আমি অধীরবাবুর প্রতি পূর্ণ সমবেদনা জানাচ্ছি।" ২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটের আগে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীরকে দু'মাসের জন্য লোকসভার দলনেতার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে পঞ্জাবের সাংসদ বিট্টুকে সেই পদে বসানো হয়েছিল। অনেকে বলেছিলেন, মমতাকে 'স্বস্তি' দিতেই অধীরকে ওই পদ থেকে সরানো হয়েছিল।মোদী আরও দাবি করেন, ১৯৯৮ সালে ততকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর বিরুদ্ধে যখন অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছিল, ততকালীন বিরোধী দলনেতা শরদ পওয়ারকে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল। ২০০৩ সালে বাজপেয়ী সরকারের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা বিতর্কে বিরোধীদের তরফে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ততকালীন বিরোধী দলনেত্রী সনিয়া গান্ধী। সেই সূত্রেই প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''২০১৮ সালে আমার সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের বিতর্কে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন বিরোধী দলের নেতা খড়্গেজি (মল্লিকার্জুন খড়্গে)। কিন্তু এ বার দেখুন অধীরবাবুর কী হাল হয়েছে! ওঁর দলই ওঁকে বলার সুযোগ দিচ্ছিল না। কিন্তু গত কাল (বুধবার) অমিত-ভাই (অমিত শাহ) বললেন, তাঁর বিষয়টি ভাল লাগেনি।" বস্তুত, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ স্পিকারকে খানিক কপট আক্ষেপের সুরেই বলেছিলেন, অধীরকে তাঁর জন্য নির্ধারিত সময় থেকে যেন সময় দেওয়া হয় বক্তৃতা করার জন্য। কারণ, কংগ্রেস অধীরের নাম বক্তার তালিকায় রাখেনি। সেই সূত্রেই বৃহস্পতিবার মোদীর দাবি, কংগ্রেসের জন্য নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও স্পিকার ওম বিড়লার উদারতার কারণে বলার সময় পেয়েছেন লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা।মোদী যা বলেছেন, তা অধীরের 'বিড়ম্বনা' বাড়ানোর পক্ষে যথেষ্ট। তৃণমূল নেত্রী মমতার সঙ্গে বহরমপুরের কংগ্রেস সাংসদের সম্পর্ক গত তিন দশক ধরেই 'মধুর'। সেই প্রসঙ্গ খুঁচিয়ে দিয়েই লোকসভা ভোটের আগে 'ইন্ডিয়া'য় ফাটল ধরাতে চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। অধীর-প্রসঙ্গ তুলে অস্বস্তিতে ফেলতে চেয়েছেন কংগ্রেস নেতৃত্বকেও। অধীরকে 'ঘুঁটি' বানিয়ে বিরোধী জোটকে আক্রমণ করেছেন মোদী। কখনও নাম না-করে মমতার প্রসঙ্গ তুলেছেন আবার কখনও ১৯৯১ সালে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটের কথা মনে করিয়ে দিয়ে অধীরের উদ্দেশে বলেছেন, "মনে করে দেখুন, এই বামপন্থীরা আপনাকে সেই ভোটে হারিয়ে দিয়েছিল। এখন তাঁদের সঙ্গে আপনাকে জোট করতে হচ্ছে! অতীতের কথা এত সহজে ভুলে গেলেন ?"অনাস্থা- বিতর্কে অবশ্য বুধবার থেকেই বিজেপি নিশানা করেছে অধীরকে। শাহের বক্তৃতার মধ্যে একটি মন্তব্য করেছিলেন কংগ্রেসের লোকসভার দলনেতা। দ্রুত তার জবাবে খোঁচা দিয়ে শাহ বলেন, ''আপনাকে আমি আমার বলার সময় থেকে ৩০ মিনিট দেব। যাতে আপনি বলতে পারেন। কিন্তু আপাতত বসে যান!'' এর পরেই অধীরকে নিশানা করে শাহের মন্তব্য, "আমি বুঝতে পারছি, আপনার দল আপনাকে বলতে দেয়নি বলেই আপনি এ ভাবে কথার মাঝে কথা বলছেন।"

হরিয়ানার দাঙ্গায় অভিযুক্ত দুই মুসলিম যুবককে গুলি পুলিশের, হাসপাতালে ভরতি আহত যুবক

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোয় মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল হরিয়ানা পুলিশ। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার নুহ থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াই শুরু করে দুই দুষ্কৃতী। গুলি লেগে আহত হয় একজন। কিন্তু অন্যজন পালিয়ে গিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।এহেন পরিস্থিতিতে অশান্তির আগুন আরও বাড়িয়ে তুলেছে হরিয়ানার তিন জেলার ৫০টি পঞ্চায়েত। ক'দিন আগে ওই পঞ্চায়েতগুলির তরফে এক নোটিশে জানানো হয়েছে, অশান্ত এলাকাগুলিতে মুসলিম ব্যবসায়ীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। পঞ্চায়েত প্রধানদের স্বাক্ষর করা ওই নোটিশে আরও বলা হয়েছে, নির্দিষ্ট গ্রামগুলির মুসলিম নাগরিকদের পুলিশের কাছে অতি দ্রুত পরিচয়পত্র জমা দিতে হবে। এই নির্দেশের পরের দিনই অবশ্য পুলিশের হাতে ধরা পড়ল অভিযুক্ত। আহত অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পলাতকের খোঁজে তল্লাশি চলছে বলেই খবর। প্রসঙ্গত, গত ৩১ জুলাই একটি ধর্মীয় মিছিল থেকে হিংসা ছড়ায় হরিয়ানার নুহ-তে। অন্তত ৬ জনের মৃত্যু হয় সেরাজ্যে।

হিংসা ছড়ানোর ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ছিল মুনসিদ খান ও সাইকুল খান। আদতে তারা রাজস্থানের বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার নুহের কিছু দূরে তাউড়ু এলাকায় তাদের লুকিয়ে থাকার খবর মেলে। তাদের ধরতে এলাকায় পৌঁছয় পুলিশবাহিনী। কিন্তু পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়েই গুলি চালাতে থাকে দুই অভিযুক্ত। পালটা পুলিশের গুলিতে আহত হয় সাইকুল নামে অভিযুক্ত। তার পায়ে গুলি লেগেছে বলে জানা গিয়েছে। তবে অন্য অভিযুক্ত সঙ্গে সঙ্গেই পালিয়ে যায়। আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার করা হয় সাইকুলকে। আপাতত তাকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। অন্য অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালাছে পুলিশের বিশেষ দল।প্রসঙ্গত,৩১ জুলাই ধর্মীয় মিছিলে অশান্তি ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে হরিয়ানা। নুহ সংঘর্ষস্থল হলেও হিংসার আগুন ছড়িয়ে পড়ে গুরুগ্রামেও। মৃত্যু হয় ছ'জনের। তারপর দুই এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে প্রশাসন। নুহ থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে তাউরু এলাকায় গত বৃহস্পতিবার রাতেই বুলডোজার গুঁড়িয়ে দেয় আড়াইশোরও বেশি ঝুপড়ি।

জঙ্গি সংগঠন জামাতুল আনসারকে নিষিদ্ধ করল বাংলাদেশ সরকার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : দেশবিরোধী এবং নাশকতামূলক কাজকর্মে জড়িত থাকার অভিযোগে নতুন গজিয়ে ওঠা জঙ্গি সংগঠন জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়াকে নিষিদ্ধ করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের জননিরাপত্তা বিভাগের রাজনৈতিক-২ শাখার পক্ষ থেকে এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।এ নিয়ে বাংলাদেশে জঙ্গি ততপরতা ও উগ্র ইসলামি সংগঠন হিসাবে নয়টি সংগঠনকে নিষিদ্ধ করা হল। জঙ্গি কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগে ২০০৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি শাহাদত-ই-আল হিকমা, ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে হরকাতুল জিহাদ বাংলাদেশ (হুজি-বি), ২০০৫ সালের ১৭ অক্টোবর জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি) ও জামায়াতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ-কে (জেএমবি) নিষিদ্ধ করা হয়। ২০০৯ সালের ২২ অক্টোবর হিযবুত তাহরীর ও ২০১৫ সালের ২৫ মে আনসারুল্লাহ বাংলাকে টিম নিষিদ্ধ করা হয়। এর পরে ২০১৭ সালের পয়লা মার্চ জঙ্গি সংগঠন হিসেবে 'আনসার আল ইসলাম'-কে নিষিদ্ধ করে প্রশাসন। ২০১৯ সালের ৫ নভেম্বর নিষিদ্ধ করা হয় জঙ্গি সংগঠন 'আল্লাহর দল'।এ নিয়ে দেশে মোট নয়টি জঙ্গি সংগঠনকে নিষিদ্ধ করা হল।

গত কয়েক মাস ধরেই বাংলাদেশে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল জঙ্গি সংগঠন জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়া। বান্দরবান-সহ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় গোপনে প্রশিক্ষণ শিবির খুলে জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছিল। তরুণ ও নবীন প্রজন্মের একাংশ ওই জঙ্গি সংগঠনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। ফলে প্রশাসনের মাথাব্যাথা বাড়ছিল। দীর্ঘদিন ধরেই নব্য জঙ্গি সংগঠনকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছিলেন প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিকরা। এদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পক্ষ থেকে জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়াকে নিষিদ্ধ করার কথা জানিয়ে যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, 'জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়া নামক জঙ্গি সংগঠনটির ঘোষিত কার্যক্রম দেশের শান্তি-শৃঙ্খলার পরিপন্থী। সংগঠনটির কার্যক্রম জননিরাপত্তার জন্য হুমকি বলে বিবেচিত হওয়ায় বাংলাদেশে কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল।'

বোর্ড গঠন ঘিরে গুলি চলার অভিযোগ খেজুরিতে, জখম কয়েক জন বিজেপি এবং পুলিশ কর্মী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন ঘিরে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরি-২ ব্লকের নিচকসবা এলাকা। অভিযোগ, বিজেপি কর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে তৃণমূল। যদিও তৃণমূল সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। সংঘর্ষে জখম হয়েছেন কয়েক জন পুলিশকর্মীও।বিজেপির অভিযোগ মানতে নারাজ তৃণমূল। খেজুরির তৃণমূল নেতা শ্যামল মিশ্রের পাল্টা দাবি, "তৃণমূলের ১২ জন জয়ী সদস্য রয়েছে। কিন্তু বোর্ড গঠনের সময় তাঁদের ভিতরে যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে। এই ঝামেলার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই। বিজেপির কে প্রধান হবে তা নিয়েই নিজেদের মধ্যে বিবাদ চরমে। নব্য এবং পুরনো নেতাদের ঝামেলার জেরেই এই গুলি চালনার ঘটনা ঘটেছে। এর সঙ্গে তৃণমূলকে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।"বিজেপি বোর্ড গড়ার পর প্রধান নির্বাচিত হন মৌসুমি মণ্ডল নামে বিজেপির এক জয়ী সদস্য। অভিযোগ, বোর্ড গঠনের পর পরই দুষ্কৃতীদের ছোড়া গুলিতে জখম হন মৌসুমির স্বামী শুকদেব মণ্ডল-সহ কয়েক জন বিজেপি কর্মী। তৃণমূলের লোকজন তাঁদের উপর লাঠি, রড এবং আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে চড়াও হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় তালপাটি উপকুল থানার পুলিশ। সংঘর্ষে ওই থানার ওসি-সহ কয়েক জন পুলিশকর্মী জখম হন। নিচকসবা পঞ্চায়েতের মোট আসন ২৮টি। তার মধ্যে ১৬টি বিজেপির এবং ১২টি তৃণমূলের দখলে।

খেজুরির বিজেপি বিধায়ক শান্তনু প্রামাণিকের অভিযোগ, "বিজেপি বোর্ড গঠন করতেই তৃণমূলের সশস্ত্র হার্মাদরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাঁদের হামলায় ইতিমধ্যে একাধিক বিজেপি কর্মী জখম হয়েছেন।" তাঁর হুঁশিয়ারি, "যারা এই হামলায় যুক্ত হয় তাদের পুলিশ গ্রেফতার করুক। না হলে এদের কারও বাড়ির আস্ত থাকবে না। এরা কেউ বাড়ি ফিরতে পারবে না।"

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২২১ সংখ্যা ১১ আগস্ট, ২০২৩ শুক্রবার ২৫ শ্রাবণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

সংসদে দেড় ঘণ্টা ভাষণের পর মোদির মুখে মণিপুর প্রসঙ্গ, কী বললেন প্রধানমন্ত্রী?

দেড়ঘণ্টা ধরে ভাষণ দিলেন। অবেশেষে মণিপুর নিয়ে মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সাফ জানিয়ে দিলেন, আসলে সেরাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার ইচ্ছাই ছিল না বিরোধীদের। সেই জন্যই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ভাষণের সময়ে তাঁরা হট্টগোল করেছেন। মোদি সাফ জানান, মণিপুরের পাশে রয়েছে গোটা দেশ।প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে মণিপুর নিয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কিন্তু সেই সময়ে শুনতে চাননি বিরোধীরা। কিন্তু কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারই মণিপুরে শান্তি ফেরাতে চেষ্টা করছে। দোষীদের শাস্তিও দেওয়া হবে। দ্রুত শান্তি ফিরবে সেরাজ্যে। মা-বোনদের আশ্বস্ত করে বলতে চাই, দেশ আপনাদের পাশেই রয়েছে।' বক্তৃতা দিতে গিয়ে মোদি আরও বলেন, দেশের উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিকে নিজের হৃদয়ের মধ্যে রাখেন তিনি।প্রসঙ্গত, মোদির ভাষণের সময়ে একাধিকবার 'মণিপুর, মণিপুর' ধ্বনি শোনা গিয়েছে সংসদে। বিরোধী সাংসদরা ওয়াকআউট করতেই মণিপুর নিয়ে কথা বলতে শুরু করেন প্রধানমন্ত্রী।

গত ৩ মে থেকে হিংসায় জ্বলছে মণিপুর, কিন্তু সেই বিষয়ে একবারের জন্যও বিবৃতি দেননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। লাগাতার তাঁর বিবৃতি দাবি করার পরে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করে বিরোধী দলগুলি। জবাবি ভাষণ দিতে গিয়ে প্রথম দেড় ঘণ্টা বিরোধীদের নানা বিষয়ে আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী। সেই সময়ে একাধিকবার সংসদে মণিপুরের নামে স্লোগান দিতে থাকেন বিরোধী দলের সাংসদরা। মণিপুর নিয়ে মোদির নীরবতার জেরে অধিবেশন ছেড়ে বেরিয়ে যান বিরোধীরা। তারপরেই অবশেষে মুখ খোলেন মোদি।

৭০ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি পেনশনারদের সুবিধার্থে ২০২৩-এর নভেম্বরে

অনুষ্ঠিতব্য দেশব্যাপী ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট অভিযান ২-এর জন্য সার্বিক নীতি-নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে ডিওপিপিডাব্লু

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : পেনশন প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে প্রতি বছর নভেম্বর মাসে পেনশনারদের লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়া জরুরি (৮০ এবং তদূর্ধ্ব বয়সী পেনশনারদের লাইফ সার্টিফিকেট অক্টোবর মাসে জমা দেওয়ার বিশেষ সংস্থান আছে)। কেন্দ্রীয় সরকারি পেনশনারদের জীবনে সাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করতে পেনশন ও পেনশনার কল্যাণ দপ্তর ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট (ডিএলসি) অর্থাৎ জীবন প্রমাণ নিয়ে ব্যাপক প্রচার চালাচ্ছে। প্রাথমিকভাবে বায়োমেট্রিক ব্যবহার করে ডিএলসি জমা দেওয়ার কাজ শুরু হয়। পরে দপ্তর গবরঃ-কে আধারের ভিত্তিতে ফেস অথেন্টিকেশন টেকনোলজি তৈরি করার দায়িত্ব দেয় যাতে যে কোন অ্যান্ড্রয়েড স্মার্ট ফোন থেকে এলসি জমা দেওয়ার সুবিধা হয়। এই সুবিধা অনুযায়ী ব্যক্তির পরিচয় নির্ধারিত হয় মুখ চেনার প্রযুক্তির মাধ্যমে এবং তার থেকে ডিএলসি তৈরি হয়। এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয় ২০২১এর নভেম্বরে। এতে বহিঃস্থিত বায়োমেট্রিক যন্ত্রের ওপর পেনশনারদের নির্ভরতা কমেছে এবং স্মার্ট ফোন ভিত্তিক প্রযুক্তির ব্যবহারে এই প্রক্রিয়া আরও সহজসাধ্য হয়েছে সাধারণ মানুষের কাছে।

কেন্দ্রীয় সরকারি পেনশনারদের পাশাপাশি পেনশন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট জমা দিতে ডিএলসি/ফেস অথেন্টিকেশন টেকনোলজির ব্যবহার বিষয়ে সচেতন করতে ডিওপিপিডাব্লু ২০২২-এর নভেম্বরে সারা দেশ জুড়ে অভিযান চালায়। এই অভিযানে বিশাল সাফল্য মেলে। কেন্দ্রীয় সরকারি পেনশনারদের ৩৫ লক্ষের বেশি ডিএলসি দেওয়া হয়। একই ধরনের অভিযান চালানো হবে ২০২৩-এর পয়লা নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর দেশের ১০০টি শহরে। যার লক্ষ্য ৫০ লক্ষ পেনশনার। এই অভিযানের সাফল্য নিশ্চিত করতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী পেনশনারদের কাছে যাতে ডিজিটাল মাধ্যমে লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার সুবিধা পৌঁছায় এবং অতিবৃদ্ধ/অসুস্থ/শারীরিকভাবে অক্ষম পেনশনাররাও যাতে এই সুবিধা পান তার জন্য বিস্তারিত নীতি-নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এতে মন্ত্রক/ভারত সরকারের দপ্তরগুলি, পেনশন প্রদানকারী ব্যাঙ্কগুলি এবং পেনশনারদের অ্যাসোসিয়েশন সহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের ভূমিকা ও দায়িত্ব বর্ণিত হয়েছে। এই নির্দেশিকার মধ্যে আছে প্রচারাভিযান চালানোর জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষ দ্বারা নোডাল অফিসার মনোনয়ন, সচেতনতার প্রসার/কার্যালয়গুলি এবং ব্যাঙ্কের শাখা/এটিএম-এ উপযুক্ত স্থানে লাগানো ব্যানার/পোস্টারের মাধ্যমে ডিএলসি/ফেস অথেন্টিকেশন প্রযুক্তির যথাযোগ্য প্রচার, যেখানে দুয়ারে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার সুবিধা আছে সেখানে যতদূর সম্ভব ডিএলসি/ফেস অথেন্টিকেশন টেকনিকের ব্যবহার, লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার জন্য পেনশনাররা ব্যাঙ্কের শাখায় গেলে ব্যাঙ্ক কর্মীরা যাতে সাহায্য করতে পারেন তার জন্য এই প্রযুক্তি ব্যবহারের উপযোগী অ্যান্ড্রয়েড ফোন প্রদান, পেনশনাররা সঠিক সময়ে যাতে ডিএলসি জমা দিতে পারেন তার জন্য শিবির স্থাপন এবং শয্যাশায়ী পেনশনারদের ক্ষেত্রে তাঁদের বাড়িতে যাওয়া।

এছাড়াও পেনশনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনগুলিকে বলা হয়েছে পেনশনারদের ডিএলসি জমা দেওয়ার জন্য শিবির স্থাপন করতে। দপ্তর থেকে দেশের নানা জায়গায় দল পাঠানো হবে লাইফ সার্টিফিকেট জমা দিতে বিভিন্ন ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহারে পেনশনারদের সাহায্য করার জন্য। টুইটার, ফেসবুক ইত্যাদি সোস্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে এবং ইউটিউবে ভিডিওর মাধ্যমে উপযুক্ত প্রচার করা হবে।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সবটাই আমাদের কাছে দিনের আলোর মত স্বচ্ছ, পৌরাণিক কাহিনী সম্পর্কে বেশ অনেক তথ্যই রয়েছে যা অনেকেরই আজও অজানা। এই সমস্ত গোপন তথ্য আপনার জীবনেও মিরাকেল ঘটাতে পারে। এমনই বেশ কিছু গোপন তথ্য রয়েছে শিব এবং পার্বতীকে নিয়েও। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

প্রতিটি কণার মধ্যে ঈশ্বর আজও বিরাজমান

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(দ্বিতীয় পর্ব)

হয়েছিল বলে এলাকা স্থানীয় বাসিন্দাদের মুখ থেকে শুনলাম। যারাই এখানে আসেন তারা পবিত্র এই নদীতে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে যান।অযোধ্যায় গিয়ে আরও জানলাম, প্রতি বছর এখানে মেলা হয়। তার মধ্যে নভেম্বর মাসে রামের বিবাহ, জুন-জুলাই মাসে রথযাত্রা, আগস্ট মাসে ঝুলনমেলা, মার্চ-এপ্রিলে রাম নবমী আর সরযুস্নান অনুষ্ঠিত হয় অক্টোবর-নভেম্বরে। তবে মার্চ-এপ্রিলে রাম নবমী মেলায় না যাওয়াই ভালো। মেলার সময় এখানে প্রচুর মানুষের সমাগম ঘটে। তখন নানা ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেও থাকে।একদিনে অযোধ্যা দেখে সন্ধ্যার আগেই আমি ফিরে এলাম ফৈজাবাদে। মাত্র ১০ মিনিট সময় লেগেছিল অযোধ্যা থেকে ফৈজাবাদে আসতে। ফৈজাবাদে ছিলাম ৩ দিন। ফৈজাবাদ মুসলিম প্রধান অঞ্চল। এখানে দেখেছি মুসলিম স্থাপত্যের ঘরবাড়ি, পুরানো রাজমহল। বাবু বেগম সুজা-উদ-দৌলার সমাধি রয়েছে এই ফৈজাবাদ শহরে।ফৈজাবাদের জাদুঘরটিও ঘুরে দেখেছিলাম। তবে একটি কথা না বললেই নয়, অযোধ্যায় কিন্তু আমি বেশ কিছু মসজিদ দেখেছিলাম। কিন্তু এখনকার গাইড ইচ্ছে করেই মসজিদগুলো দেখাতে চান না। তবে রাম মন্দির নিয়ে বিতর্কের আজও শেষ নেই সবকিছুর মধ্যে ভালই ভালই আমি বাড়ি ফিরে চলে এসেছিলাম ফৈজাবাদে থেকে।আমি আধ্যাত্মিক শক্তির মাধ্যমে জানতে পেরেছিলাম যে কোনোভাবেই হোক রাম জন্মভূমিতে রাম মন্দির করবে ভারতবাসীরা। এ কথাগুলো আজ যেন কল্পতরুর মতো কাজে লাগছে। বর্তমান পরিস্থিতি সেই পথের দিকে এগিয়েছে। এখন পরিস্থিতি এমনই যে, কেউই 'রাম'কে জোর গলায় অস্বীকার করতে পারছে না। ক্রমশ সংঘ পরিবারের হিন্দু জাতীয়তাবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হচ্ছে দেশের রাজনৈতিক দলগুলি। সংবিধান নয়, রামের মধ্যেই ভারতের জাতীয় ঐক্যের সন্ধান করতে বাধ্য হচ্ছে তারা।

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা তো একটি বৃত্তই সম্পূর্ণ করলেন। শাহ বানু মামলায় মুসলমান মহিলাদের খোরপোষের ব্যাপারে যে রায় আদালত দিয়েছিল, তা উল্টে দিয়ে ১৯৮৫ সালে সংখ্যালঘুদের মন রাখতে আইন এনে ফেলেছিলেন প্রিয়াঙ্কার বাবা, প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। হিন্দুত্ববাদীদের রোষের মুখে পড়ে তাদের মন রাখতে অযোধ্যায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে শিলান্যাসের অনুমতিও দিয়েছিলেন রাজীব। এমন কী ১৯৮৯-এর সাধারণ নির্বাচনের প্রচারও তিনি অযোধ্যা থেকেই শুরু করেছিলেন। 'রাম রাজ্য' প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে। শেষ লক্ষ্য আজ ভারতবাসীর হিন্দুসমাজের পুরণ হতে চলেছে, আর এটা সম্ভব নাকি নরেন্দ্র মোদির জন্য হয়েছে। ২০২০-তে এসে নরেন্দ্র মোদি যখন সুপ্রিম কোর্টের রায়কে হাতিয়ার করে অযোধ্যায় রাম মন্দিরের ভূমিপুজো করছেন, তখন রাজীব-কন্যা রামলালার সাহস, সংযম, ত্যাগের গুনগানে ব্যস্ত। রামলালার মন্দিরের ভূমিপুজোর অনুষ্ঠানকে জাতীয় ঐক্য, বন্ধুত্ব ও সাংস্কৃতিক সমাগমের প্রতীক হিসেবে দেখছেন।তবে সুপ্রিম কোর্টের মামলার আগে হলফনামা দিয়ে শিয়া ওয়াকফ বোর্ড জানিয়ে দিল, অযোধ্যায় রামের জন্মভূমি থেকে মসজিদ সরিয়ে কোনও মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় নিয়ে যাওয়া হোক।

উত্তরপ্রদেশের শিয়া সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ডের তরফে হলফনামায় লেখা হয়েছে, 'আমাদের মতে দুই বিবাদি পক্ষের উপাসনার স্থান, মসজিদ ও মন্দির যতটা দূরে রাখা যায় ততই ভাল। কারণ দুই গোষ্ঠীই লাউডস্পিকার ব্যবহার করলে তার ফলে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে ব্যাঘাত ঘটে। এতে বিদ্বেষ বাড়ে।' তাঁরা আরও জানিয়েছেন, 'শান্তি আনার জন্য মসজিদকে মর্যাদা পুরষোত্তম শ্রীরামের পূণ্য জন্মভূমি থেকে যথাযথ দূরত্বে কোনও মুসলমান-অধ্যুষিত এলাকায় নিয়ে যাওয়া যায়।'

কিন্তু শিয়া ওয়াকফ বোর্ড এই ধরনের প্রস্তাব মুসলমানদের তরফ থেকে কীভাবে দিতে পারে, সেই প্রশ্নের জবাবও দিয়েছে বোর্ড। তাঁদের মতে, 'বাবরি মসজিদ শিয়া ওয়াকফের অধীনে ছিল। ফলে উত্তর প্রদেশের শিয়া সেন্ট্রাল বোর্ড এই নিয়ে আলোচনা করে শান্তিপূর্ণ সমাধানের একমাত্র পক্ষ।'

এই হলফনামায় সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডকেও একহাত নিয়েছে শিয়া ওয়াকফ বোর্ড। সুন্নি বোর্ড কট্টরপন্থীদের হাতে রয়েছে এবং তারা কখনওই শান্তিতে বিশ্বাস করে না বলে অভিযোগ করেছে শিয়া বোর্ড।যাক এসব বিতরকের কথা আমি এই লেখার মধ্যে আরেকটু সংযোজন করতে চাই ,আমি একচুয়ালি কোন ধর্মকে আঘাত করে এই লেখাটি লিখতে চাইনি। আমি অযোধ্যায় গিয়ে যাও অনুভূতি হয়েছিল তা আমি আমার কলমে তুলে ধরতে চেয়েছি। এছাড়াও আমি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা পড়ে যা আমার নিজের বোধগম্য হয়েছে, সে কথাগুলো কলমের ভাষাতে লিপিবদ্ধ করে যেতে চাইছে।আজ থেকে পাঁচ বছর আগে শেষবারের জন্য অযোধ্যায় গিয়েছিলেন সম্পুরা পরিবার চন্দ্রকান্ত সম্পুরা। পুত্র নিখিল এবং আশীস এখন মন্দির নির্মাণের কাজের মূল দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন নিখিলের ২৮ বছর বয়সী সিভিল ইঞ্জিনিয়ার পুত্র আশুতোষ।আশাসের উল্লেখযোগ্য কাজ, মুম্বাইয়ের আন্টিলায় আম্বানিদের ব্যক্তিগত মন্দির নির্মাণ। এছাড়া এই পরিবারের হাতেই তৈরি হয়েছে অক্ষরধাম মন্দির, অক্ষর পুরুষোত্তম স্বামীনারায়ণ সংস্থার মন্দির। লন্ডনের এই অক্ষর পুরুষোত্তম স্বামী নারায়ন মন্দিরের প্রধান, মহন্ত স্বামী, রাম মন্দিরের ভূমি পূজা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ৭ সাধুর অন্যতম।এই অযোধ্যার রাম মন্দির কেমন দেখতে হবে?রাম মন্দির তৈরি হবে নগর শৈলী অনুযায়ী।

প্রাথমিকভাবে মন্দিরের আকার-আকৃতি যেমনটা হবে বলে ভাবা হয়েছিল বাস্তবে তা হতে চলেছে আরও অনেক বড়। তিনটি অতিরিক্ত কুণ্ডলী যোগ হচ্ছে মূল নকশার সঙ্গে। একটি সামনে এবং দুটি দু'পাশে। কুন্ডলীর উপর প্রশস্ত হবে 'গূধ মন্ডপ'। মূল নকশায় ১৬০টি কলমের কথা বলা থাকলেও তা ৩৬৬তে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এরমধ্যে ১৬০ টি কলম থাকবে একতলায় ১৩২ টি থাকবে দোতালায়, ৭৪ টি থাকবে তিনতলায়। 'রাম দরবার' এর সিঁড়ির মাপও বদলেছে। ১৬ ফুট চওড়া হচ্ছে এই সিঁড়ি। মন্দিরের উচ্চতা প্রাথমিকভাবে ১৪১ ফুট নির্ধারিত হলেও শেষ পর্যন্ত ১৬১ ফুট হবে বলে ঠিক হয়েছে। ২৩৫ ফুট আগে নির্ধারিত ছিল। ১৬০ ফুট মন্দিরের দৈর্ঘ্য ২৮০ ফুট থেকে বেড়ে হয়েছে ৩০৭ ফুট। সবদিক থেকে মন্দিরের আকার বাড়ানো হয়েছে কারণ, সরকার চেয়েছে মন্দিরে যাতে আরো বেশি করে মানুষ স্থান পায়, এমনটাই জানাচ্ছেন সম্পুরা পরিবারের সদস্য আশীস। পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রত্যেকটি কলমে ১৬ টি মূর্তি থাকবে। এই মুর্তিগুলির মধ্যে থাকবে দশাবতার, ৬৪ যোগিনী, শিবের সবরকম রূপ এবং সরস্বতী দেবীর ১২ রূপ। রাম মন্দিরের অনন্য বৈশিষ্ট্য হবে অষ্টভুজাকার আকৃতি। এই রাম মন্দিরে থাকবে হিন্দু মন্দিরের স্থাপত্যের প্রায় প্রতিটি নিদর্শন, যেমন চৌকি নৃত্য, গর্ভগৃহ।এই বিশালাকার মন্দির নির্মাণ করতে মোটামুটি সাড়ে তিন বছর সময় লাগবে বলে অনুমান সম্পুরা পরিবারের। কিন্তু করোনা অতিমারীর পরিস্থিতিতে গোটা কাজটি আরও ছয় থেকে আট মাস পিছিয়ে দিয়েছে। যাইহোক ধর্মের অস্তিত্ব কথা তুলে বলতে চাই।হিন্দু ধর্মে অনেক দেব-দেবী আচার এ সবের উর্ধ্বে উপনিষদ অখন্ড ব্রহ্মের কথা বলে। আচার্য সুনীতি চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, হিন্দু শাশ্বত সত্তাকে মানে। এই সত্তাকে নিরূপণের প্রকাশের মুখ্য দু'টি পথ। একটি জ্ঞানের বা যুক্তি-তর্কর পথ, অন্যটি ভক্তির পথ বা অনুভব অনুভূতির পথ। হিন্দু

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

বিপাশার মেয়ের হার্টে ছিদ্র, কঠিন অভিজ্ঞতার কথা জানালেন অভিনেত্রী

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গত বছরের ১২ নভেম্বর কন্যা সন্তানের মা হন বলিউড অভিনেত্রী বিপাশা বসু। বিপাশা-করণ সিং গ্রোভার দম্পতি তাদের এই প্রথম সন্তান দারুণ আনন্দিত ছিলেন। তবে এ আনন্দ মুহূর্তের ফিকে হয়ে যায়। কারণ চিকিৎসকরা জানান, তার মেয়ের হার্টে ছিদ্র। বিপাশার মেয়ের বয়স এখন ৯ মাস চলছে। এতদিন বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন। নেহা ধুপিয়ার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে দেবীকে নিয়ে কঠিন সময় পার করার কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন এই অভিনেত্রী। তিনি জানান, মাত্র ৩ মাস বয়সে মেয়ের ওপেন হার্ট সার্জারি করাতে হয়েছে।

বিপাশা বসু বলেন, 'মা-বাবা হিসেবে আমাদের এই যাত্রা অন্যান্য মা-বাবার থেকে অনেক আলাদা ছিল। আমার মুখে এই মুহূর্তে যে হাসি আছে এর আগে সেটা ছিল না, তখন সুখটাও আমার কাছে কঠিন ছিল। আমি চাই না, আমার সঙ্গে যেটা হয়েছে সেটা আর কোনো মায়ের সঙ্গে হোক। একজন নতুন মা হিসেবে মাত্র ৩ দিনের মাথায় জানতে পারি আমার মেয়ের হার্টে দুটি ছিদ্র রয়েছে, ও ওভাবেই জন্মেছে। আমি ভেবেছিলাম আমি এটা প্রকাশ্যে আনব না। এখন এটা নিয়ে কথা বলছি কারণ আমার মতোই অনেক মা আছেন, যারা আমাকে এই কঠিন যাত্রায় সাহায্য করেছেন।'

মেয়ের অসুস্থতার খবর নিজের পরিবারের কাছেও গোপন করেছিলেন বিপাশা। তা জানিয়ে এ অভিনেত্রী বলেন, 'প্রথমে আমরা ভিএসডি কী তাও বুঝতে পারিনি। জানতে পারি এটা ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট। তখন আমাদের পাগলের মতো দিন কেটেছে। আমরা আমাদের পরিবারের লোকজনকেও এটা জানাইনি। কারণ কী হবে সেটা আমরা দুজনেই বুঝতে পারছিলাম না। আমরা বাবা-মা হওয়াকে উদযাপন করতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমি আর করণ সব জেনে অসাড় হয়ে যাই। প্রথম পাঁচ মাস আমাদের জন্য খুব কঠিন ছিল। কিন্তু দেবী প্রথম দিন থেকেই অসাধারণ। আমাদের বলা হয়েছিল, যে প্রতি মাসে এটি নিজে থেকে নিরাময় হচ্ছে কিনা তা জানতে আমাদের একটি স্ক্যান করতে হবে। তবে ওর হার্টের গর্তটা বেশ বড় ছিল। আমাদের বলা হয় যে, এটা সন্দেহজনক, তাই সুস্থ করতে গেলে ওর অস্ত্রোপচার করাতে হবে। সেটাই ওর জন্য ভালো। দেবীর বয়স যখন মাত্র তিন মাস তখন ওর ওপেন হার্ট সার্জারি হয়।'

এরপর কথা বলতে বলতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন বিপাশা বসু। এ অভিনেত্রী বলেন, 'আমি ভেঙে পড়েছিলাম, যেন একটা বড় বোঝা এবং কী করা উচিত বুঝতে পারছিলাম না। কীভাবে অতটুকু শিশুর ওপেন হার্ট সার্জারি হতে পারে? স্বাভাবিকভাবেই কিছু ঘটবে। আমার মতো করেই যারা ভাবেন, সেই মায়েদের জন্য কথাগুলো বলছি। তবে এটা নিজের থেকে ঠিক হয়নি। প্রথম মাস, দ্বিতীয় মাস, কেটে যায়, কিছুই হয়নি। যখন ওর সঙ্গে দেখা করি, হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলি। আমি প্রস্তুত ছিলাম, তবে করণ তখনও প্রস্তুত ছিল না। আমি জানতাম যে দেবীকে ঠিক থাকতেই হবে এবং আমার বিশ্বাস ছিল যে ও ঠিক থাকবে। হ্যাঁ, ও এখন ঠিক আছে কিন্তু কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল ওটা। কারো সন্তানের এমন হলে উচিত হবে সঠিক সময়ে অস্ত্রোপচার করে নেওয়া।'

'অ্যালোন' সিনেমার শুটিং সেটে প্রথম বন্ধুত্ব হয় বিপাশা-করণের। ২০১৫ সালে এই সিনেমা মুক্তি পায়। এরপর তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিছুদিন চুটিয়ে প্রেম করার পর ২০১৬ সালের ৩০ এপ্রিল বিয়ে করেন এই জুটি।

মা হয়েছেন ইলিয়ানা ডি ক্রুজ, সন্তানের ছবি প্রকাশ্যে

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : পুত্র সন্তানের মা হয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী ইলিয়ানা ডি ক্রুজ। শনিবার রাতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার খবর দিলেন তিনি। সেই সঙ্গে কোনোরকম রাখঢাক না করেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বাচ্চার ছবি আর নামও শেয়ার করেছেন।

জানা গেছে, ১ আগস্ট পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন এ নায়িকা।

ইনস্টাগ্রামে 'বরফি' অভিনেত্রী নবজাতকের একটি ছবি পোস্ট বলেছেন, তার ছেলের নাম রেখেছেন 'কোয়া ফিনিক্স ডোলান'।

আরও লিখেছেন, 'আমাদের প্রিয় ছেলেকে পৃথিবীতে স্বাগত জানাতে পেরে কতটা খুশি, সেটি ব্যাখ্যা করার মতো উপযুক্ত কোনো শব্দ নেই। আমার হৃদয় ভরে গেছে।'

উল্লেখ্য, হুট করে ইলিয়ানার মা হওয়ার খবর প্রক্যাশে আসে গত এপ্রিলে। এরপর থেকে জল্পনা চলে সন্তানের বাবার পরিচয় নিয়ে। সদ্য নবজাতকের বাবার নাম-পরিচয় নিয়ে এখনো মুখ খোলেননি ইলিয়ানা।

বিকিনি পরা ছবি নিয়ে কারিনাকে কটাক্ষ করেন রানির স্বামী!

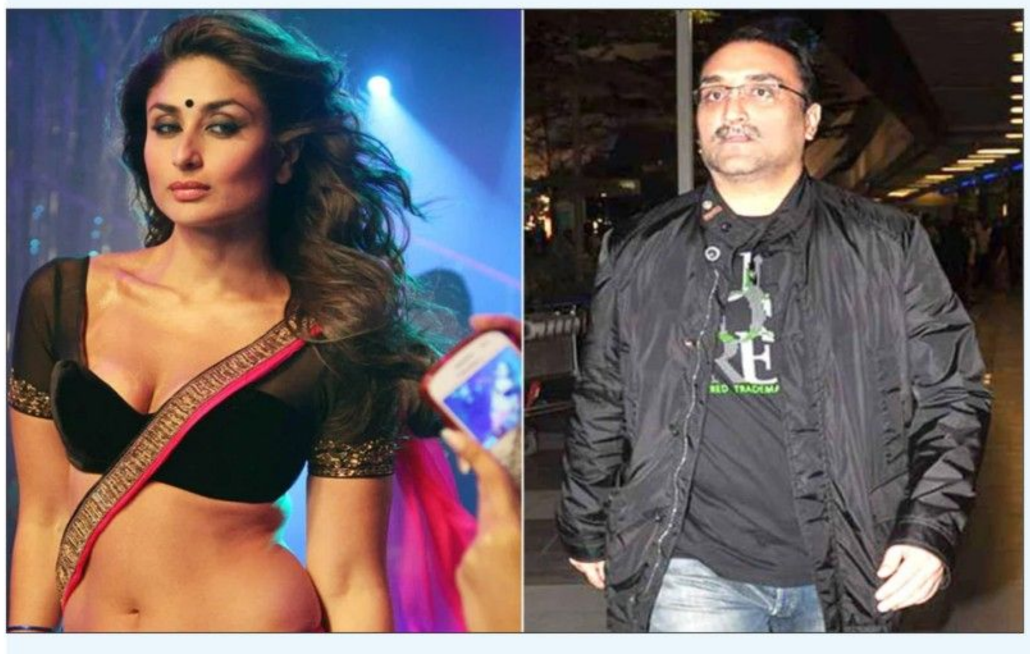

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : কারিনা কাপুর, বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরেই ৪৩ বছরে পা দিতে চলেছেন এই অভিনেত্রী। চল্লিশের গণ্ডি পার করে গেলেও তার মেদহীন চেহারা এবং জেল্লাদার ত্বক নিয়ে বলিপাড়ায় প্রশংসার ছড়াছড়ি। কিন্তু ক্যারিয়ারের শুরুতেই শরীরী গঠন নিয়ে বলিপাড়ার অন্যতম ছবি নির্মাতার কাছে কটাক্ষের শিকার হয়েছিলেন সাইফ আলি খানের স্ত্রী।

২০০০ সালে বলিউডে পা রেখেছিলেন কারিনা। বর্ষীয়ান অভিনেতা বলিউডের 'অ্যাংরি ইয়ং ম্যান' অমিতাভ বচ্চনের পুত্র অভিষেক বচ্চনের সঙ্গে 'রিফিউজি' ছবির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ হয় তার।

কারিনার ক্যারিয়ারের প্রথম ছবি হওয়ার কথা ছিল 'কাহো না... প্যার হ্যায়'। বলিউডের প্রথম সারির নির্মাতা রাকেশ রোশনের পুত্র হৃতিক রোশনের সঙ্গে হিন্দি ফিল্মজগতে আত্মপ্রকাশ করার কথা ছিল তার। কিন্তু শুটিং শুরুর কয়েক দিনের মধ্যেই ছবি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন কারিনা।

'কাহো না...প্যার হ্যায়' ছবিটির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন রাকেশ। বলিপাড়া সূত্রে খবর, সিনেমায় নায়িকার চরিত্রায়ণের চেয়ে নায়কের চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল বলে মনে করেছিলেন কারিনা। তাই এই ছবিতে অভিনয় করতে আর রাজি হননি তিনি।

দু'দশকের বেশি সময় ধরে অভিনয়জগতের সঙ্গে যুক্ত কারিনা। অভিনয়ের পাশাপাশি 'জিরো ফিগার'-এর জন্যও বারংবার প্রচারে এসেছিলেন তিনি। কিন্তু ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে কারিনার ওজন এতটা কম ছিল না। বলিপাড়ার অন্যতম ছবি নির্মাতা আদিত্য চোপড়া, যিনি বর্তমানে অভিনেত্রী রানি মুখার্জির স্বামী, তিনি কারিনার ওজন নিয়ে কটাক্ষও করেছিলেন বলে জানা গেছে।

ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে একটি ছবিতে চিত্রনাট্যের প্রয়োজন অনুযায়ী বিকিনি পরা দৃশ্যে অভিনয় করার কথা ছিল কারিনার। কথামতো শুটিংও শেষ করে ফেলেছিলেন তিনি। কিন্তু ছবিটি প্রকাশ পেতেই বক্রোক্তি ভেসে আসতে শুরু করে কারিনার কানে।

বিকিনি পরা দৃশ্যে কারিনাকে একেবারেই বেমানান লাগছে- এমন মন্তব্য করেন আদিত্য। পোশাকের কারণে নয়, বরং বেমানান লাগার নেপথ্যে অভিনেত্রীর ওজনের আধিক্যকে দায়ী করেন আদিত্য।

আদিত্য একাই নন, যশ-পুত্রের সঙ্গে তাল মিলিয়েছিলেন বলিপাড়ার এক অভিনেতাও। অভিনেতা সাইফ আলি খান এবং আদিত্য মন্তব্য করেন, "কারিনা খুব স্বাস্থ্যবতী মহিলা। ওজনও বেশি। ওকে বিকিনি পরে একদম মানাচ্ছে না।"

বলিপাড়ার একাংশের অনুমান, আদিত্য এবং সাইফের মন্তব্য শুনেই নিজের ওজন কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কারিনা। ২০০৮ সালে যশরাজ ফিল্মসের প্রযোজনায় প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল 'তাশান' ছবিটি। এই ছবিতে সাইফ এবং অক্ষয় কুমারের বিপরীতে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছিল কারিনাকে।

'তাশান' ছবিতে কারিনার অন্য রূপ ধরা পড়ে। মেদহীন চেহারায় সাহসী পোশাকে পর্দায় ধরা দিয়েছিলেন তিনি। শরীরের অতিরিক্ত মেদ ঝরানোর প্রক্রিয়া খুব কঠিন ছিল বলেও জানিয়েছিলেন অভিনেত্রী।

এক পুরনো সাক্ষাৎকারে কারিনা জানান, ওজন কমানোর জন্য তাকে কঠিন ডায়েট মেনে চলতে হয়েছিল। শরীরচর্চার পাশাপাশি খাওয়া-দাওয়ার এমন অভ্যাস রাখা ঠিক নয় বলেও জানান কারিনা।

কঠিন ডায়েট ছেড়ে দেওয়ার পর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল বলে পুরনো সাক্ষাৎকারে দাবি করেন অভিনেত্রী। মাথার চুলও পড়তে শুরু করেছিল তার। কারিনা জানান, একবার এই কঠিন ডায়েট ছেড়ে দিলে আবার এক ধাক্কায় ওজন বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। 'জিরো ফিগার' তৈরির জন্য যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলেন তার পর আর অন্য কাউকে একই রাস্তায় হাঁটার পরামর্শ দেন না কারিনা।

হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে ধরা হয় কাপুর পরিবারকে। ত্রিশের দশক থেকে হিন্দি ছবিকে অন্য মাত্রায় নিয়ে গিয়েছে তারা। তারপর চল্লিশের দশকে পৃথ্বীরাজের হাত ধরে 'পৃথ্বী থিয়েটারস'-এর নির্মাণ। একে একে রাজ কাপুর, শশী কাপুর, শাম্মি কাপুর, ঋষি কাপুর, রণধীর কাপুর- সকলেই বংশপরম্পরায় কাপুর পরিবারের নাম আলোকিত করেছেন। এই কাপুর পরিবারের কন্যা কারিনা। বলিপাড়ার একাংশের দাবি, যদি তারকা কন্যাকেও শরীরী গঠন এবং ওজন নিয়ে কটাক্ষের শিকার হতে হয় তা হলে বহিরাগত অভিনেত্রীদের ক্ষেত্রে আরও কঠিন পরিস্থিতি তৈরির সম্ভাবনাই বেশি।

শুধুমাত্র ওজন নিয়ে নয়, ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও কটাক্ষের শিকার হয়েছেন কারিনা। বলি অভিনেত্রী টুইঙ্কেল খান্নাকে দেওয়া এক পুরনো সাক্ষাৎকারে সেই সম্পর্কে জানান কারিনা নিজেই।

কারিনা বলেন, "আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সব সময় আলোচনা চলত। আমি কেন সাইফকে বিয়ে করেছি, আমি কেন একাধিক ছবির প্রস্তাব খারিজ করেছি, আমার পুত্র তৈমুর কবে স্কুলে ভর্তি হবে, বড় হয়ে ও আদৌ অভিনয় করবে কি না তা নিয়ে হাজার হাজার প্রশ্ন।"

হিন্দি ফিল্মজগতে যখন রানি মুখার্জি এবং প্রীতি জিন্তা একের পর এক ছবিতে অভিনয় করছিলেন সেই সময় কারিনা কেন যশরাজ ফিল্মস এবং ধর্ম প্রোডাকশনসের সঙ্গে কাজ করছিলেন না তা নিয়েও প্রশ্ন করা হয়েছিল কারিনাকে।

কারিনা বলেন, "আমি কেন সাইফকে বিয়ে করেছি তা আমি জানি। আমার ক্যারিয়ারে কখন কী হচ্ছে সমস্তটাই স্পষ্ট আমার কাছে। তাই কেউ যখন আমার ব্যাপারে কোনও ভুলভাল মন্তব্য করতেন, আমার রাগ হতো। প্রথম প্রথম আমি লোকজনের ভুল ভাঙাতাম। স্পষ্টবক্তা ছিলাম। এখন নিজেকে শান্ত করতে শিখেছি। নিজেকে বুঝিয়েছি বলিপাড়ায় থাকতে হলে এসব কিছু নিয়েই থাকতে হবে।"

দিশার জীবনে নতুন প্রেম

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : টাইগার শ্রফ ও দিশা পাটানি, বলিউডের দুই অন্যতম চর্চিত যুগল। তাদের প্রেমের সম্পর্ক ইন্ডাস্ট্রির কাছে খোলা বইয়ের মতো ছিল। সব জায়গায় একসঙ্গেই দেখা যেত তাদের। জিম থেকে রেস্তরাঁ, সর্বত্র একত্রেই ঘুরে বেড়াতো তারা। যদিও প্রকাশ্যে একে অপরকে বন্ধু বলেই পরিচয় দিতেন দু'জনে। তবে মাস কয়েক আগেই টাইগার-দিশার সম্পর্ক ভাঙার খবর ছড়ায়। তার দিন কয়েকের মধ্যেই দিশার জীবনে নাকি ফের নতুন প্রেমের ছোঁয়া লাগে! নতুন প্রেমিকের নাম আলেকজান্ডার অ্যালেক্স। এই মুহূর্তে আলেকজান্ডারের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পাতাজুড়ে শুধুই দিশার ছবি। সর্বত্রই একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে তাদের। তবে এতদিন অ্যালেকজান্ডারকে বন্ধুই বলে এসেছেন 'বাগী' খ্যাত অভিনেত্রী। তবে এবার ধরা পড়ে গেলেন ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরায়।

দিন কয়েক আগেই আলেকজান্ডারকে নিয়ে দিশা বলেন, "২০১৫ সালে একই ফ্ল্যাটে থাকতাম আমি আর আলেকজান্ডার। রুমমেট ছিলাম। খুব তাড়াতাড়ি আমরা বন্ধু হয়ে যাই। কাজ করা থেকে শুরু করে খাওয়া-দাওয়া, আড্ডা একসঙ্গে অনেক সময় কাটিয়েছি আমরা। একসঙ্গে শরীরচর্চাও করতাম।" আলেকজান্ডার খোলাসা করেন, দিশা তার কাছে পরিবারের মতো। তবে সম্পর্কের কথা স্বীকার করেননি তিনি। এবার একটি অনুষ্ঠানে বিশেষ বন্ধুকে নিয়ে যান অভিনেত্রী। সেখানেই আলেকজান্ডারকে প্রেমিক বলেই পরিচয় করান দিশা। কয়েক সেকেন্ডের ভিডিওতেই তা স্পষ্ট হয়ে যায়।

এদিকে আলেকজান্ডার ও টাইগারের বোন কৃষ্ণা শ্রফ পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দিশার সঙ্গে আলেকজান্ডারের ছবি দেখার পর টাইগারের বোন কৃষ্ণা লেখেন, "এই ছবির পর ওরা কী লিখবে, তা পড়ার অপেক্ষায় রয়েছি।'

টাইগারের সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে গেলেও অভিনেতার পরিবারের সঙ্গে দিশার সম্পর্ক যে অটুট, সেই প্রমাণ অবশ্য মিলেছে বিভিন্ন সময়ে।

ভারত সফরে

অনিশ্চিত প্যাট কামিন্স

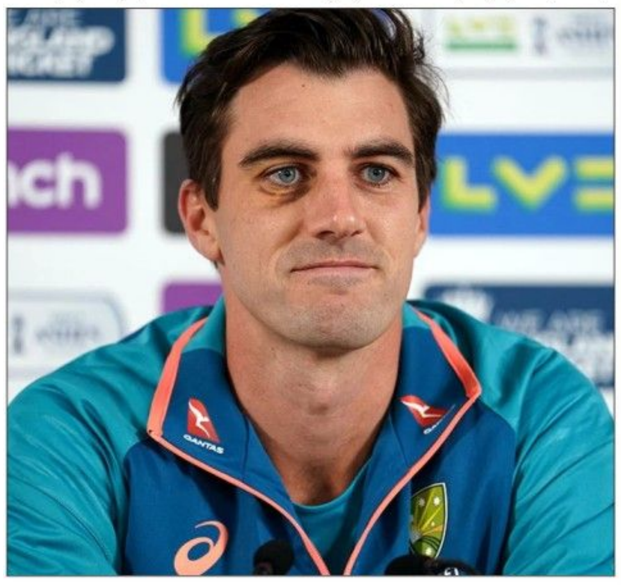

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপের আগে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলতে ভারত সফরে যাবে অস্ট্রেলিয়া। সেই সিরিজ মিস করার শঙ্কা জেগেছে অজি দলপতি প্যাট কামিন্সের। ওভালে অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের প্রথম দিন কবজিতে চোট পেয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক।

সিডনি মর্নিং হেরাল্ড জানিয়েছে, কবজি ভাঙার শঙ্কা করছেন ডাক্তাররা। এমন কিছু হলে বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে বিশ্রাম দেওয়া হবে কামিন্সকে। ভারতে আসার আগে আগস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তিন টি-টোয়েন্টি ও পাঁচটি ওয়ানডে খেলবে অস্ট্রেলিয়া।

আগামী ২২ সেপ্টেম্বর থেকে ভারত-অস্ট্রেলিয়া এক দিনের সিরিজ শুরু হওয়ার কথা।

চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী কামিন্সকে দলে রাখা বা না রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কামিন্স না খেলতে পারলে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দিতে পারেন মিচেল মার্শ। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের জন্যও মার্শকে স্থায়ী অধিনায়ক ঘোষণা করতে পারে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া।

আফ্রিদির বোলিং দেখতে

ভালোবাসেন ব্রড

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নিজের খেলার পালা শেষ। স্টুয়ার্ট ব্রডের এখন দেখার পালা, কথা বলার পালা, বিশ্লেষণ করার পালা। নিজে পেসার বলে স্বাভাবিকভাবেই পেসারদের দিকেই আলাদা নজর থাকে তার। সেই পেসারদের মধ্যে তার ভালো লাগে শাহিন শাহ আফ্রিদিকে। পাকিস্তানি এই পেসারের রান আপ থেকে শুরু করে প্রাণশক্তি, সহজাত স্কিল, সবই দেখতে ভালোবাসেন সদ্য অবসরে যাওয়া ইংলিশ গ্রেট।

এবারের অ্যাশেজ দিয়েই ক্রিকেটকে বিদায় জানানো ব্রড এখন ধারাভাষ্য দিচ্ছেন দা হান্ড্রেড-এ। ১০০ বলের ক্রিকেটের এই ফ্যাঞ্চাইজি আসরে ওয়েলস ফায়ারের হয়ে খেলছেন আফ্রিদি। টুর্নামেন্টের শুরুটা দুর্দান্ত করেছেন তিনি। প্রথম ম্যাচে প্রথম ওভারেই দুইটি ইনসুইঙ্গিং ইয়র্কারে ধরেছেন জোড়া শিকার। পরের ম্যাচেও আঁটসাঁট বোলিংয়ে নিয়েছেন ১ উইকেট। ধারাভাষ্যে থেকে আফ্রিদির বোলিং দেখে পুরোনো ভালোলাগার কথাও বললেন ব্রড।

তিনি বলেন, বিশ্বে যাদের বোলিং দেখতে পছন্দ করি, তাদের মধ্যে শাহিন শাহ আফ্রিদি একজন। যখন সে ছুটে যায়, তার উপস্থিতি এতটা দুর্দান্ত যে বোলারদের রান আপে প্রাণশক্তি ও স্পন্দন থাকে, তাদেরকে দেখতে আমার ভালো লাগে। তার সহজাত স্কিলও এতটা দারুণ্যেভাবে সে ডানহাতি ব্যাটসম্যানদের জন্য বল ভেতরে সুইং করায়, তা দেখাটা আনন্দদায়ী।

দা হান্ড্রেড-এর আগে ইংল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি ব্লাস্টে ব্রডের কাউন্টি দল নটিংহ্যামশায়ারের হয়ে আগুনে বোলিং করেছেন আফ্রিদি। বাঁহাতি এই ফাস্ট বোলারের জন্য ব্রডের ভালোলাগা তাই আরও বেশি। তিনি জানান, এই গ্রীষ্মে সে নটিংহ্যামশায়ার আউটলজের হয়েও খেলেছে, যে দল আমার হৃদয়ের খুব কাছে। যে বোলারদের আমি দারুণভাবে সমীহ করি, সে তাদের একজন। খুব করে চাই, সে ভালো করুক।

বিশ্বকাপের দল ঘোষণার সময়

বেঁধে দিল আইসিসি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আগামী ৫ অক্টোবর ভারতের মাটিতে পর্দা উঠবে ওয়ানডে বিশ্বকাপের। ধর্মীয় অনুষ্ঠান শিবরাত্রীর জন্য ভারত ও পাকিস্তানের ১৫ অক্টোবরের ম্যাচের সূচি পরিবর্তন হতে যাচ্ছে। একদিন এগিয়ে আসতে পারে ম্যাচটি। আবার কালীপূজার জন্য ১২ নভেম্বর পাকিস্তান ও ইংল্যান্ডের কলকাতার ম্যাচের সূচি নিয়েও উঠেছে আপত্তি। এরই মধ্যে স্কোয়াড ঘোষণা করতে হবে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর। এর আগে প্রাথমিক স্কোয়াড ঘোষণার সময় ২২ আগস্ট নির্ধারিত থাকলেও, সেটি আরও এক সপ্তাহ বাড়ানো হয়েছে। আইসিসি জানিয়েছে, আগামী ২৯ আগস্টের মধ্যে বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া দেশগুলোর প্রাথমিক দল ঘোষণা করতে হবে। তবে সাপোর্ট পিরিয়ড পর্যন্ত যেকোন সময় ওই দলে বোর্ডগুলো পরিবর্তন আনতে পারবে। আইসিসি বিষয়টি নিয়ে বলেছে, সাপোর্ট পিরিয়াড শুরু হওয়ার ৩০ দিন আগে প্রাথমিক দল ঘোষণার নিয়ম। সাপোর্ট পিরিয়ড টুর্নামেন্ট শুরুর এক সপ্তাহ আগে থেকে কার্যকর হয়। সাপোর্ট পিরিয়ড শুরু হওয়ার আগে কোন অনুমতি ছাড়াই বোর্ডগুলো প্রাথমিক দলে পরিবর্তন আনতে পারবে। এর পরে পরিবর্তন আনতে হলে আইসিসির টেকনিক্যাল কমিটির অনুমোদন দরকার। ভারতে বিশ্বকাপ শুরু হবে ৫ অক্টোবর। ওই হিসেবে টেকনিক্যাল পিরিয়ড শুরু হবে ৩০ সেপ্টেম্বর। এর মধ্যে বোর্ডগুলো প্রাথমিক দলে যেকোন সময় পরিবর্তন আনতে পারবে। তবে ৩০ সেপ্টেম্বরের পরে দলে পরিবর্তন আনতে হলে আইসিসির টেকনিক্যাল কমিটির অনুমতি নিতে হবে।

এবারের আসরে ওয়ানডে সুপার লিগের র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষ আটে থাকা দেশগুলো সরাসরি বিশ্বকাপে পা রাখে। বাছাইপর্ব খেলে সেই তালিকায় নাম তোলে শ্রীলঙ্কা ও নেদারল্যান্ডস। প্রথমবারের মতো ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ছাড়া আসন্ন বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে। অথচ শুরুর দুই আসরে চ্যাম্পিয়ন ছিল ক্যারিবীয় দলটি। এছাড়া দারুণ ফর্মে থাকা জিম্বাবুয়েও বিশ্বকাপ শুরুর আগেই বাছাই থেকে ছিটকে গেছে।

এবার জাতীয় দলের নতুন ভূমিকায় বুফন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি সব ধরনের ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন ইতালির কিংবদন্তি গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি বুফন। ২৮ বছরের বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার শেষে বুট এবং গ্লাভস জোড়া তুলে রাখার সিদ্ধান্ত নেন জুভেন্টাস কিংবদন্তি গোলরক্ষক বুফন। এদিকে, ফুটবল থেকে অবসর নিলেও ইতালির জাতীয় ফুটবল দলের নতুন এক দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বুফন। ৪৫ বছর বয়সী সাবেক এই গোলরক্ষক জাতীয় দলের কোচ রবার্তো মানচিনির সাথে ডেলিগেশন প্রধান হিসেবে কাজ করবেন। গিয়ানলুকা ভিয়াল্লির মৃত্যুর পর থেকে আজ্জুরিদের জাতীয় দলের এই পদটি খালি ছিল।

২০০৬ সালে বিশ্বকাপ জয়ী ইতালি দলের সদস্য বুফন এ সম্পর্কে বলেছেন, 'নীল জার্সিটি আমার জীবনের একটি অংশ হয়ে গেছে। রবার্তো মানচিনিকে সবদিক থেকে সহযোগিতা করার চেষ্টা আমার থাকবে। ইতালি দলে শুধুমাত্র পুরস্কারই গণনা করা হয় না। এখানে যে বিনিয়োগ, ত্যাগ ও প্রাপ্যতা রয়েছে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ।'

বুফনকে পেয়ে ইতালিয়ান ফুটবল ফেডারেশন বলেছে, ওএটা ইতালির জন্য একটি অসাধারণ দিন। কারণ গিগি ঘরে ফিরেছে।

সেপ্টেম্বরে নর্থ মেসিডোনিয়া ও ইউক্রেনের বিরুদ্ধে ইতালির ইউরো ২০২৪ বাছাইপর্বে বুফন তার নতুন কাজ শুরু করবেন।

১৯৯৫ সালে পার্মার জার্সিতে শীর্ষ পর্যায়ের ক্যারিয়ার শুরু করেন। ২০০১ পর্যন্ত ওই ক্লাবেই ছিলেন তিনি। এরপরই চলে আসেন জুভেন্টাসে। তুরিনের বুড়িদের হয়ে খেলেছেন টানা ১৭ বছর। ২০০১ সাল থেকে ২০১৮ পর্যন্ত ছিলেন ক্লাবটিতে। সিরি আতে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলা (৬৪৮) এবং একটানা সবচেয়ে বেশি সময় ধরে গোল হজম না করা (৯৭৪ মিনিট) রেকর্ড তার দখলে। সিরি আ যুগে অর্থাৎ ১৯২৭ সাল থেকে সবচেয়ে বেশি শিরোপা জয়ের (দশটি) রেকর্ডও গড়েছেন তিনি।

গত পাঁচ বছর ধরে কেবল ক্লাব ফুটবলই খেলছিলেন বুফন। আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার তিনি শেষ করেছিলেন ২০১৮ সালে। ইতালি জাতীয় দলে ১৯৯৭ সালে অভিষেকের পর রেকর্ড ১৭৬ ম্যাচ খেলেন তিনি। আজ্জুরিদের হয়ে ২০০৬ সালে তিনি পেয়েছিলেন বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ।

কমিউনিটি শিল্ড জিতল আর্সেনাল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : 'অপ্রত্যাশিত' টাইব্রেকারে গত মৌসুমে ট্রেবল জয়ী ম্যানচেস্টার সিটিকে হারিয়ে কমিউনিটি শিল্ড জিতল আর্সেনাল। ঘরে তুলল মৌসুমের সূচনাসূচক ট্রফিটি। গত মৌসুমে ঐতিহাসিক ট্রেবল জয়ের পর প্রথম প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলতে নেমেছিল ম্যানচেস্টার সিটি। শুরু থেকে মেলে ধরল আক্রমণাত্মক ফুটবলের পসরা, কিন্তু আক্রমণগুলো ধার ছিল না। দ্বিতীয়ার্ধে জালের দেখা পায় সিটি। তবে যোগ করা সময়ের রোমাঞ্চ আর শ্বাসরুদ্ধকর টাইব্রেকার পেরিয়ে সিটিকে হারিয়ে দেয় আর্সেনাল।

ঐতিহ্যবাহী ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে রবিবার টাইব্রেকারে ৪-১ গোলে জিতে আর্সেনাল। নির্ধারিত ৯০ মিনিটের খেলা শেষ হয় ১-১ সমতায়।

টাইব্রেকারে আর্সেনালের মার্টিন ওডেগোর, লিয়ান্দ্রো ত্রোসার, বুকায়ো সাকা ও ফাবিও ভিয়েরা পান জালের দেখা। সিটির হয়ে প্রথম শট নিতে আসা কেভিন ডে ব্রুইনে মারেন ক্রসবারে। তৃতীয় শটে ব্যর্থ হন রদ্রিও; জালের দেখা পান কেবল বের্নার্দো সিলভা।

২০১৯ সাল ষষ্ঠ এবং সবশেষ এই শিরোপা জেতা সিটির অপেক্ষা আরও বাড়ল। গতবার ফাইনালে তারা লিভারপুলের কাছে হেরেছিল ৩-১ গোলে। ২০২০ সালের পর এই মুকুট ফিরে পেল আর্সেনাল; সব মিলিয়ে তাদের অর্জনের শোকেসে শিল্ডের সংখ্যা দাঁড়াল ১৭টি।

বিশ্বকাপ খেলতে ভারত যাওয়ার

অনুমতি পেল পাকিস্তান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আগামী ৫ অক্টোবর ভারতের মাটিতে পর্দা উঠছে ওয়ানডে বিশ্বকাপের। বিশ্বকাপ খেলতে ভারত সফরে যাওয়ার জন্য পাকিস্তান সরকারের কাছে আবেদন করেছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে সফরে দল পাঠানোর জন্য সবুজ সঙ্কেত দিয়েছে পাকিস্তান সরকার। রবিবার পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, পাকিস্তান ক্রিকেট দল ধারাবাহিক পারফর্ম করে যাচ্ছে। খেলাধুলাকে রাজনীতির সাথে মিশ্রিত করা উচিত নয়। তাই আসন্ন আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তান ক্রিকেট দলকে ভারতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিকে, ধর্মীয় অনুষ্ঠান শিবরাত্রীর জন্য ভারত ও পাকিস্তানের ১৫ অক্টোবরের ম্যাচের সূচি পরিবর্তন হতে যাচ্ছে। একদিন এগিয়ে আসতে পারে ম্যাচটি। আবার কালীপূজার জন্য ১২ নভেম্বর পাকিস্তান ও ইংল্যান্ডের কলকাতার ম্যাচের সূচি নিয়েও উঠেছে আপত্তি। এশিয়ার দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী দল ভারত ও পাকিস্তান। এই দুই দলের ম্যাচের পরতে পরতে থাকে উত্তেজনা। কিন্তু সীমান্ত নিয়ে সমস্যা থাকায় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে এক যুগ ধরে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ বন্ধ।

মেসি জ্বরে কাবু আমেরিকা,

অটোগ্রাফ নিতে চাকরি হারাতেও ভাবছে না মানুষ!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইউরোপ কাঁপিয়ে এবার মার্কিন লিগে দাপট দেখাচ্ছেন বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম মহাতারকা লিওনেল মেসি। সম্প্রতি ফ্রান্সের পিএসজি থেকে চলে যান আমেরিকার ইন্টার মায়ামি ক্লাবে।

মেসি মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে যেন নতুন প্রাণ লেগেছে। এরই মধ্যে তিন ম্যাচে তিনি করেছেন পাঁচ গোল। তার ফুটবল জাদুতে মুগ্ধ আমেরিকা। মাঠে ও মাঠের বাইরে দুই জায়গাতেই এখন চলছে মেসি-ম্যানিয়া। এমনকি মেসির অটোগ্রাফ নিতে গিয়ে চাকরি হারাতেও ভাবছেন না মানুষ! সত্যিই এমন ঘটনা ঘটেছে ইন্টার মায়ামির মাঠ ডিআরভি পিএনকে স্টেডিয়ামে।

ঘটনাটি মূলত লিগস কাপে অরল্যান্ডো সিটির বিপক্ষে মেসিদের ম্যাচের দিন। ক্রিস্টিয়ান সালামাঞ্চা নামের কলম্বিয়ান এক নাগরিক সে সময় স্টেডিয়াম এলাকায় ক্লিনারের কাজ করছিলেন সেখানে। চুক্তি অনুযায়ী, সেদিনই ছিল তার চাকরিতে প্রথম দিন। কিন্তু কে জানত, সেটিই তার শেষ দিনও হতে যাচ্ছে। কিন্তু মাঝের সময়টাতে যা ঘটল, তা হয়তো সালামাঞ্চা কখনওই ভুলতে পারবেন না। তিনি যেখানে কাজ করছিলেন, সেখানে মেসিকে দেখেই আর পেশাদার চরিত্র ধরে রাখতে পারেননি। আবেগে ভেসে গিয়ে ডাক দিয়ে বসেন মেসিকে।

মেসিও তার ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসে অটোগ্রাফ দিয়েছেন পরনে থাকা আর্জেন্টিনার জার্সিতে। তবে এ ঘটনার প্রতিক্রিয়া সালামাঞ্চার জন্য মোটেই ভালো ফল বয়ে আনেনি। পরবর্তী সময় কী হয়েছিল, তা জানিয়ে এই কলম্বিয়ান নাগরিক বলেছেন, "তাৎক্ষণিকভাবে নিরাপত্তারক্ষীরা সেখানে চলে এলেন। তারা আমাকে বাইরে নিয়ে গেলেন এবং চাকরি থেকে বরখাস্ত করলেন।"

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR